RECALL
চতুর্থ বর্ষ
Cadbury
Rakesh Jana

Professor Susanta Kumar Chakraborty
Vice-Chancellor
Vidyasagar University
Midnapore - 721102
West Bengal, India

VIDYASAGAR UNIVERSITY
MIDNAPORE - 721102

Website : www.vidyasagar.ac.in
E-mail :
vcconfidential@mail.vidyasagar.ac.in
vc@mail.vidyasagar.ac.in
susantachakrabortyzoology@gmail.com
susantachakraborty@yahoo.com
Mobile : 9433270591 / 9748919812
Telefax : (03222) 275329

Date: 29.02.2024

MESSAGE

It is heartening to note that *Recall*, the 4th edition of the college magazine of Midnapore City College, Paschim Medinipur is going to be published on 22nd March, 2023. I hope that the magazine will reflect an uncommonly good taste as before.

I commend the endeavours of all concerned who have worked with passion and commitment to bring out the magazine.

I extend my greetings and good wishes on the occasion.

(Professor Susanta Kumar Chakraborty)

Dr. Sudipta Chakrabarti,
Principal,
Midnapore City College,
Kuturiya, Bhadutala,
Paschim Medinipur.

VIDYASAGAR UNIVERSITY

P.O. : Vidyasagar University, Midnapore - 721 102, Dist.: Paschim Medinipur,
West Bengal, INDIA.

Dated : 27.02.2024

MESSAGE

I am delighted to learn that the Midnapore City College, Kuturiya, Bhadutala, Midnapore in the District of Paschim Medinipur, affiliated to Vidyasagar University, is going to publish its 4th edition of College Magazine, namely, "Recall" on Twenty-second March Two Thousand Twenty Four (22.03.2024) in the college premises. I extend my best wishes to the College Authority and other associated members for taking necessary steps for the publication of such a magazine to enlighten its constant creative, impulsive and smooth peregrination which will inspire the teachers, students and others.

I hope that the programme for publication of the 4th edition of magazine **"Recall"** will be a grand success.

27/02/24

(Dr. J. K. Nandi)
Registrar.

VIDYASAGAR UNIVERSITY Midnapore 721102

Registrar
VIDYASAGAR UNIVERSITY
Midnapore-721102, W.B.

To
Dr. Sudipta Chakrabarti
Principal,
Midnapore City College
Kuturiya, Bhadutala,
Midnapore,
Dist. : Paschim Medinipur,
Pin : 721 129.

Telephone : (03222) 298220, Fax : (03222) 275297 / 275329
e-mail : registrar@mail.vidyasagar.ac.in/regis_admin@mail.vidyasagar.ac.in

MIDNAPORE CITY COLLEGE

অধিকর্তার কলমে

প্রথমেই পাঠকদের জানাই আমার অভিবাদন। বসন্ত উৎসবের আনন্দলগ্নে মেদিনীপুর সিটি কলেজের বার্ষিক 'RECALL' পত্রিকার চতুর্থবর্ষের সংখ্যা প্রকাশিত হবে, এজন্য পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করি আমার সমস্ত প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দদের যাদের সক্রিয় স্বহৃদয় সহায়তায় স্বল্প সময়ে; সমূহ যত্নসহকারে এই সংখ্যা বেরিয়েছে। এই পত্রিকার প্রচ্ছদশিল্পী বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. রাকেশ জানাকেও অভিনন্দন জানাই। প্রচ্ছদের বিষয় হল- 'যুদ্ধ : রাজনৈতিক ও মানসিক'।

বহু সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীদের এই লেখনী সত্ত্বার জাগরণের উদ্দেশ্যে রচিত এই পত্রিকায় ঠাঁই পেয়েছে বিবিধ বিষয়। সিলেবাসভিত্তিক পড়াশুনোর একঘেয়েমি থেকে দূরে সরে এসে অন্তরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সহায়ক হয়েছে এই পত্রিকা। আশাকরি পাঠকমহলেও সাড়া ফেলবে এই পত্রিকা।

ধন্যবাদন্তে,

Pradip Ghosh.

ড. প্রদীপ ঘোষ

অধিকর্তা, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

Recognized by UGC, Govt. of India, Higher Education Department, Govt. of West Bengal & Affiliated to Vidyasagar University
Run & Managed by MORAINE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ORGANISATION

Campus: Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Paschim Medinipur, Pin- 721129, West Bengal, India
Phone: +91 3222 291218, +91 9932318368, +91 8967598946
Website: www.mcconline.org.in
E-mail: director@mcconline.org.in

MIDNAPORE CITY COLLEGE

অধ্যক্ষের কলমে

মেদিনীপুর সিটি কলেজের বার্ষিক 'RECALL' পত্রিকার চতুর্থবর্ষের সংখ্যা বেরোচ্ছে শুনে খুশি হলাম। আবার আমাদের শিক্ষাঙ্গন মুক্তচিন্তার সাথে পরিচিত হবে। করোনা কালেও এই সংখ্যা বেরিয়েছিল, যা স্বাভাবিক জীবনযাপনের দিশারী হয়ে উঠেছিল। পত্রিকাটিতে পূর্বের মতোই সৃজনশীল ভাবনা ও মননসমৃদ্ধ চর্চার পরিচয় আপনারা অবশ্যই পাবেন। ছাত্র-ছাত্রীর আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসকে ভাষায় রূপদান করে সর্বসমক্ষে হাজির করার যারা কান্ডারি সেই সম্পাদকমন্ডলীকে আমার পক্ষ থেকে অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। এখানে শুধু ছাত্র-ছাত্রী নয়, কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও তাদের মূল্যবান সাহিত্যচর্চার ছাপ রাখেন।

আমাদের কলেজের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে তা শুধু পঠন-পাঠনে ও গুণমানে আমরা উন্নতি করেছি বলে নয়; পড়াশোনার পাশাপাশি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরন্তর উৎসাহ দেওয়া হয়েছে বলে। কলেজের এই সুস্থ মানসিক পরিবেশে বিকাশোন্মুখ সম্ভাবনাগুলি শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিকাশ ঘটেছে। তাই প্রত্যেক অধ্যাপকমন্ডলীকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বশেষ আমার স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীদের আরো একবার উৎসাহিত করবো সাহিত্যচর্চার জন্য। সকলের মঙ্গল হোক।

শুভেচ্ছা সহ

ড. সুদীপ্ত চক্রবর্ত্তী

অধ্যক্ষ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

Recognized by UGC, Govt. of India, Higher Education Department,
Govt. of West Bengal & Affiliated to Vidyasagar University
Run & Managed by MORAINE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ORGANISATION

Campus: Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Paschim Medinipur, Pin- 721129, West Bengal, India
Phone: +91 3222 291218, +91 9932318368, +91 8967598946
Website: www.mcconline.org.in
E-mail: director@mcconline.org.in

MIDNAPORE CITY COLLEGE

উপাধ্যক্ষের কলমে

'RECALL' পত্রিকার চতুর্থবর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হতে চলেছে। পূর্বের মতোই এখানে কাহিনী সহ স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি, হাস্যকৌতুক মূলক রচনা রয়েছে। এছাড়াও এই সংস্করণের লেখনীগুলি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে বেশ কিছু নবীন চিন্তাধারার সমন্বয়ে। কৃত্রিমতার বেড়াজাল ভেঙে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শ আপনারা অনুভব করবেন এই সংস্করণে। 'RECALL' পত্রিকা উত্তরোত্তর সৃজনশীল ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাক, এই আশা রেখে 'RECALL' পত্রিকার ভবিষ্যৎ সংখ্যার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

সবশেষে মেদিনীপুর সিটি কলেজের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

শুভেচ্ছা সহ

কুন্তল ঘোষ, ১৬ই ফাল্গুন, ১৪৩০

কুন্তল ঘোষ

উপাধ্যক্ষ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

Recognized by UGC, Govt. of India, Higher Education Department,
Govt. of West Bengal & Affiliated to Vidyasagar University
Run & Managed by MORAINE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ORGANISATION

Campus: Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Paschim Medinipur, Pin- 721129, West Bengal, India
Phone: +91 3222 291218, +91 9932318368, +91 8967598946
Website: www.mcconline.org.in
E-mail: director@mcconline.org.in

MIDNAPORE CITY COLLEGE

সম্পাদকীয়

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ উৎসব মুখর। আর উৎসবের অনাবিল আনন্দে সমাজকে সংস্কৃতিমুখর রেখেছে মানুষ। বাঙালিরাও এর ব্যতিক্রম নন। এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা 'RECALL' চতুর্থবর্ষ সেজে উঠেছে। বসন্ত উৎসবের রঙে রেঙে উঠেছে এর সৃষ্টিশীল সাহিত্য কৃষ্টিমূলক পত্রিকা।

বহু গুণী লেখক, কবিদের কলমে সমৃদ্ধ হয় পত্র-পত্রিকা। বর্তমানে বাংলা ভাষায়ও অনেক ভালো কবিতা/গল্প লেখা হচ্ছে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকামণ্ডলীর লেখায় সে প্রমাণ পেতে পারেন পাঠকবর্গ। বিগত তিন বছর ব্যাপী আমরা যুক্ত হয়েছি নতুন লেখক লেখিকার সাথে; উপস্থাপন করতে পেরেছি ভিন্ন স্বাদের লেখা। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই যারা এবারেও লেখা পাঠিয়েছেন। সেই সমস্ত পাঠকদের কাছেও আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই যারা পূর্বের 'RECALL' সম্পর্কে আমাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন; পরামর্শ দিয়েছেন পত্রিকার উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য। এবারেও পাঠকবর্গের অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকবো আমরা।

এবছরে সবচেয়ে আকর্ষণীয় সম্মুখ প্রচ্ছদ ও পশ্চাদ প্রচ্ছদ। যার বিষয়বস্তু ছিল-'যুদ্ধ : মানসিক ও রাজনৈতিক'। এই পত্রিকার সম্মুখ প্রচ্ছদের চিত্র এঁকেছেন বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. রাকেশ জানা। গত তিন বছরে করোনার বিষাদকালে যখন সব কিছুই শূন্যগর্ভ ছিল, তখনো মৃত্যুপুরীতে শোনা গিয়েছিল 'RECALL'এর আশাবাদী ঝংকার। শরীর ও মনের ক্ষত সারিয়ে অপেক্ষা কাটিয়ে বিষাদকে দূরে সরিয়ে পাঠকবর্গের সঙ্গে আবার পরিচিত করিয়ে দেবে অপ্রথিতযশা লেখকসত্ত্বাকে।

আমাদের এই 'RECALL' পত্রিকা যদি ছাত্র-ছাত্রীর চিন্তাশক্তিকে উন্নততর করতে পারে, যদি ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

ধন্যবাদান্তে,

Arpita Raj Rakesh Jana Rajkumar Bera Prasanta Kr. Ghata

ড. অর্পিতা রাজ, ড. রাকেশ জানা, ড. রাজকুমার বেরা, শ্রী প্রশান্ত ঘাঁটা

সহকারী অধ্যাপক, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

Recognized by UGC, Govt. of India, Higher Education Department,
Govt. of West Bengal & Affiliated to Vidyasagar University
Run & Managed by MORAINE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ORGANISATION

Campus: Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Paschim Medinipur, Pin- 721129, West Bengal, India
Phone: +91 3222 291218, +91 9932318368, +91 8967598946
Website: www.mcconline.org.in
E-mail: director@mcconline.org.in

রিকল

২০২৪ সংখ্যা,
চতুর্থ বর্ষ

প্রকাশকাল :
২২ শে মার্চ ২০২৪

সম্পাদনায়

ড. রাকেশ জানা (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ)
ড. অর্পিতা রাজ (সহকারী অধ্যাপক, ইংরাজী বিভাগ)
ড. রাজকুমার বেরা (সহকারী অধ্যাপক, ইংরাজী বিভাগ)
শ্রী প্রশান্ত কুমার ঘাঁটা (সহকারী অধ্যাপক, এডুকেশন বিভাগ)

প্রচ্ছদ

ড. রাকেশ জানা (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ)

প্রকাশনায়

মেদিনীপুর সিটি কলেজ

কুতুরিয়া, ভাদুতলা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১১২৯
www.mcconline.org.in

	কবিতা		১-১১
১)	গণতন্ত্র	- ড. রাকেশ জানা	০১
২)	অভিমুখ	- ড. রাজকুমার বেরা	০১
৩)	পৃথিবীর বিচিত্র রূপ	- দীপক কুমার দে	০২
৪)	সূর্যস্নাত	- দেবাঞ্জন মুখার্জী	০২
৫)	অসামাজিক সমাজতন্ত্র	- সুপ্রিয় মণ্ডল	০২
৬)	পথ শিশুদের কথা	- দেবোপমা পয়ড়্যা	০৩
৭)	কৃষিগান	- অর্ণব মণ্ডল	০৩
৮)	পিউর বাড়ি	- অমিত ঘোষ	০৪
৯)	একটি রাতের অতিথি	- কুহেলী পাত্র	০৪
১০)	বন্ধুত মানে কী জানো	- অনামিকা দাস	০৫
১১)	হঠাৎ কখন	- দেবশ্রী কুইতি	০৫
১২)	সামঞ্জস্যতা!	- পিয়ালী দাস	০৫
১৩)	অঙ্গীকার.us	- অভিষেক চক্রবর্তী	০৫
১৪)	সূত্রধর	- সুতনু দাস	০৬
১৫)	Eclipsed Reverie	- Indrajeet Ghosh	০৬
১৬)	কয়েক বছর পার	- ঈশিতা প্রধান	০৭
১৭)	স্বপ্ন	- তিথি সেন	০৭
১৮)	পথ শিশুদের কথা	- দেবোপমা পয়ড়্যা	০৭
১৯)	প্রেম	- শিপ্রা মাইতি	০৮
২০)	আমার পুজো	- সৈকত কুমার দে	০৮
২১)	অপেক্ষার প্রহর	- প্রসাদ মাহাত	০৮
২২)	ছেলে বেলা	- বিজেস দাস	০৮
২৩)	অব্যক্ত	- সুপর্ণা দাস	০৯
২৪)	সোনার ঠাকুর	- শুভ হাজরা	০৯
২৫)	প্রাপ্তয় ক্লাস	- সুব্রত খাঁড়া	১০
২৬)	সৌন্দর্য	- পল্লবী গিরি	১০
২৭)	আমার আফ্রোদিতি	- কৃষ্ণেন্দু পাঠক	১০
২৮)	অসামাজিক সমাজতন্ত্র	- সুপ্রিয় মণ্ডল	১১

	গল্প/প্রবন্ধ		১২-২৪
১)	Musical Cadence of the Santals: A Study on Musical Instruments	- Dr. Arpita Raj	১২
২)	স্মৃতি	- ঈশিতা প্রধান	১৪
৩)	একটি নারীর আত্মকথা	- শঙ্করজিৎ পতি	১৬
৪)	বুড়ি	- সৌভিক ঘোষ	১৭
৫)	সমাজ	- রমেশ রঞ্জন দোলাই	১৮
৬)	জার্নি	- আকাশ মণ্ডল	২০
৭)	স্বপ্ন	- প্রকাশ সেনগুপ্ত	২১
৮)	ভুলে যাওয়া ছায়া	- অর্নব কিস্কু	২২
৯)	পরকীয়া	- অনুশ্রী পাত্র	২২
১০)	অদ্ভুত বিচার	- লিজা দাস	২৪

	চিত্র		২৫

গণতন্ত্র

ড. রাকেশ জানা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

জগত বৈচিত্র্যময়, বৈচিত্র্যে ভরা ভারত
তবুও মেয়ে হবার অভিশাপে শোষিত মাতৃজাতি
লোলুপ নখর থেকে তার যৌবন বাঁচানো দায়।
অন্তরালে আমরা দাঁড়িয়ে শুধুই বাঁচি।
বাক্যের ঝড়ে সব চুরমার করি
চাই দোষীদের শাস্তি অমানবিক মৃত্যুদণ্ড!
কখনো ভেবে দেখিনা এই অরাজকতা এই
মূল্যবোধহীনতার
পেছনে দায়ী আমরাই।
শিক্ষা আমাদের যথার্থ হয়েছে কি?

অতীত সভ্যতা মুখ লুকিয়েছে ইতিহাসে
কত সত্য করেছে গোপন, কতকটা তার প্রকাশিত;
এই সত্যের জোরেই জেনেছি ভারত বহুজাতিক রাষ্ট্র।
ক্ষমতার দম্ভে জাতির আগ্রাসন পড়েছে চোখে,
কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরেও ক্ষমতার চোখরাঙানি
কমল কই?
বিতর্ক উস্কে চ্যানেলগুলিতে বিশেষজ্ঞদের আপ্যায়ন
চটকদার বোলে আচ্ছন্ন আমাদের ভারত
হতবুদ্ধি আমরা উদ্বিগ্ন হই, দেশের সংহতির প্রশ্নে।
তবুও আশ্বাস রাখি সম্প্রীতির সুরে-
'মিলে সুর মেরা তুমহারা, তো সুর বনে হামারা'
দেশের জন্য একাত্মবোধের অনুভূতির সংগ্রাম
এই না হলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র।
মসৃণ সরল জীবন কেই বা পায়।
পথ চলায় বাঁক আছে,
আছে অচেনা দুর্গম গলি
তবু থেমে থাকলে চলে
চরৈবেতির মন্ত্র আমাদের পায়।
চমক আসতেই থাকবে
চমকানো চলবে না
ধূর্ততা সীমাহীন হলে,
হুঙ্কার দিতে হবে বইকি।
প্রত্যয়ে অবিচল মানুষও তো কমেছে,
মাঝপথে ভঙ্গ দেওয়া তো রাজনীতির আমদানি
জননেতার আদর আপ্যায়ন চলছে, চলবেও
প্রতিশ্রুতি নামক প্রহসন এখন সবাই করে।
অনুশোচনাবোধ, চেতনা, মনুষ্যত্ব
ফিরিয়ে আনার দায় তো আমাদেরই।
চটুল বিনোদন ও আস্ফালনেই কী সংস্কৃতি থেমে থাকে
এই স্পর্ধা মামাবাড়ির আবদার আত্মবিস্মরণ
শেকড়ের ছেদন মানে পঙ্গুত্ব
মানুষ এসব বোঝে, পাশ কাটিয়ে চলে যায়।
তবু দগ্ধ দিনের শেষে রাত্রি স্নিগ্ধতা আনে
মানুষ বোঝাপড়া করে নিজেদের সাথে।

অভিমুখ

ড. রাজকুমার বেরা
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

লালিত স্বপ্ন পালিত জীবনের করালদ্রংষ্টারেখায়
সূতপুত্র সম নির্বাসিত আগুনছায়ায়।
দুগ্ধ-ঘামে শোণিত হয় জীবনাস্পৃশ্যতার সজল ধারা
দীর্ঘশ্বাসে জেগে ওঠে বিষবৃক্ষের খাড়া।
রাত্রি যাপনে সঞ্চিত আগ্নেয় লালারস
প্রসূত হয় সৃজনের ধারা নিরলস।

সূত্রের পাল্লায় স্থূলতার জবানবন্দী দীর্ঘশ্বাস
শিথিল কায়া যৌবন-পুষ্টতায় পায়না কোন অবকাশ।
জীবন সলিলে স্নিগ্ধতার ঘ্রাণে স্বস্তির হাতছানি,
মিলিয়ে চলে মলিনের মূর্ছনায় সাবেকের হানাহানি।

সত্য বাক্যে শব্দের সংহারে ও ভাবনার দ্বিমূলিকরণে
আনে বিদ্বেষ মননে ও স্বত্তার বিশ্লেষণে।
স্বাভাবিক জীবন শৈলীতে আনে ভগ্নাবশেষ
কালচক্রে চলে মূলকের দ্বন্দ্ববহুল ঘূর্ণনাবেশ।

পৃথিবীর বিচিত্র রূপ

দীপক কুমার দে
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

পৃথিবীর বুকে বিচিত্র রূপ,
পাহাড়, সমুদ্র, নদীর গভীর স্রোত।
মরুভূমির বালির ঝড়,
সবুজ জঙ্গলে প্রাণীর কোলাহল।

মাথায় তুষারমুকুট, পায়ে নীল সাগর,
হিমালয়ের বুকে ঝরে মুক্তার ধারা।
সুন্দরবনের গভীরে রয়েছে রহস্য গাঁথা,
বাঘের ডাক, পাখির কলরব, প্রকৃতির সুরম্য ছটা।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংস্কৃতি,
রীতি, নীতি, ভাষার বৈচিত্র্য।
এশিয়ার ঐতিহ্য, ইউরোপের প্রাচীন কীর্তি,
আফ্রিকার বিস্তৃত প্রান্তরে বন্য প্রাণীর রাজ্য।

ভূগোলের জ্ঞানে মন হয় বিশাল,
বিশ্ব জুড়ে চলতে ইচ্ছে জাগে প্রবল।
নতুন মানুষ, নতুন জায়গা, নতুন ভাষা,
জানতে চাই সব, পৃথিবীর গল্পের আশা।

তাই চলো, মিলে শিখি ভূগোলের পাঠ,
পৃথিবীর রহস্য জানার আগ্রহ হোক জাগ্রত।

সূর্যস্নাত

দেবাঞ্জন মুখার্জী
বাংলা বিভাগ, (স্নাতক তৃতীয় পাঠপর্যায়)

বেতসবৃত্তি স্বীকার করেনি রবিদাস ।
অনেক জুতোর শুকতালা ছিঁড়েছে -
একফালি মাথা গোঁজার ঠাঁই আর
দরিদ্রের নীচের লাইনে দাড়ানোর
ছাড়পত্র জোগাড়ে;
আরোপিত ব্যর্থতায় ঘোলাটে চোখের স্বপ্নগুলি
শ্বেদগ্রন্থির সান্তনা মেখে ভেসে গেছে
মহাশূন্যে, এক রাশ উদ্যমী দীর্ঘশ্বাস
শুধু সম্বল করে।
কি করবে রবিদাস?
ওরা শব্দ করেছে হাতিয়ার
নিশ্চল জীবন বৃত্তে পৌঁছে দিতে চায়
বার্ধক্যভাতার অনুমোদন, পরে
ওষ্ঠাগত প্রাণে দলীয় পতাকার
ঝাপটা বাতাস।।

অসামাজিক সমাজতন্ত্র

সুপ্রিয় মণ্ডল

প্রেমের উপন্যাস লিখতে বসে আমি
হারাই জীবনের আঁধারে,
কাব্যগ্রন্থ সবই অতীতের ইতিহাসে
স্থান পায় ধূলিময় টেবিলে।
কী আছে ভবিষ্যতে?
ভাবলেই লাগে ভয়,
পড়াশুনা করেই আর কী লাভ?
যেখানে, গ্রাজুয়েট ছাত্রের সইয়ের থেকেও দামী,
ফোর পাস নেতার টিপ ছাপ।
শহরের অলিগলি
জুড়ে কত কোলাহল,
সবই যেনো শান্ত এ মনেতে,
সমাজের কারিগর
রক্ত ক্ষয়িয়ে আজ,
হারিয়েছে বেঈমান সমাজেই।
অশ্রু ক্ষয়িয়ে আজ
এ দু চোখ হয়ে গেছে,
মরুভূমির কোনো এক অংশ,
এ দু চোখে স্বপ্ন

মরীচিকা হয়ে রোজ,
বৃথায় রচে যায় সংশয়।
একদিন এ মরীচিকা
নিয়ে যাবে আমাদের,

সময়ের শেষ সীমান্তে,
আত্মহত্যা ছাড়া
পথ আর থাকবে না,
জীবিকার শেষ বিচারে।

পথ শিশুদের কথা

দেবোপমা পয়ড়্যা
(স্নাতকোত্তর, ভূগোল বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার)

এই শীতে তুমি ভাবছো,
বাড়ির মধ্যে আগুন পোহানোর কথা,
গিয়ে দেখো,
শহরের আনাচে কানাচে পথশিশুদের ব্যাথা।
শীতে বিবস্ত্র প্রায় পথশিশুটা আজ
একটা পোষাকের আশায়,
গুনছে দিন গুনছে রাত,
একমুঠো খাবারের দিশায়,
অযত্নে পড়ে থাকা শিশুটার জীবন
পরিপূর্ণতা পাক ভালোবাসার ছোঁয়ায়
কাটিয়ে দিক জীবন আনন্দ উপভোগে।
শিশুদের মন যে সহজ সরল
নেই কোনো ভেদাভেদ,
জাতি ধর্ম ভুলে
সবাই কলাকার।
বন্ধ হোক শিশুশ্রম
সঙ্গে নির্যাতন
তবেই সার্থক হবে একটা শিশুদিবস
এগিয়ে যাবে সমাজ।
সংরক্ষিত হবে দেশের ভবিষ্যৎ।

কৃষিগান

অর্ণব মণ্ডল
কৃষিবিজ্ঞান স্নাতকোত্তর
(Genetics and Plant Breeding)

সময়টা হবে ২০১৮ এর কোনো একদিন,
ঠিক হলো ছেলে পড়বে কৃষিবিজ্ঞান, বাবার রায় খুব কঠিন।
চাষির ঘরের ছেলে আমি, চালায় বাবা কোদাল,
আমি সারাদিন থাকি ফেসবুক আর ইনস্টা তে,
তাই বাবা বলে ছেলে আমার আজকাল খুব স্মার্ট আর সোশ্যাল।
দেখতে দেখতে দিন কাটে, না জেনে পড়ে যায় কৃষিবিজ্ঞান,
আরে কিছুই তো না, শুধু বিজ্ঞান সম্মত নাম আর মুখস্থ অবিরাম।
এই শোন, কৃষি নিয়ে পড়ছিস বলতো এটা কোন রোগ?
এই মরেছে পড়েই তো গেছি মনে তো নেই কিছু,
বাবা জানতে পারলে লাঠি নিয়ে ছাড়বে না আমার পিছু।
বলতে পারলি না তো? কি শিখেছিস তুই?
এই ভাবে আমাদের কষ্ট দূর করবি তুই?
অপমানে কান গরম, লজ্জিত লাগে নিজেকে,
তিনি আবার, ভালোবেসে বোঝান কৃষক ক্যামনে সাজে।
আমরা মূর্খ চাষি নিজের যোগান নিয়ে থাকি সুখে,
সভ্য সমাজ সম্মান দেই না, দু বেলা দু মুঠো ভাত
তাও আমাদের উৎপাদিত, আর তুলে দিই তোমাদের মুখে।
কিছু পাবার আশায় নয়, পেট ভরাতে ফসল ফলায়,
বদলে আমাদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছেটাই।
একটা একটা দানা ফলাতে আমাদের সহ্য করতে হয়
রোদ, দুঃখ, যন্ত্রণা,
তাই আর যাই হোক অন্ন নষ্ট করোনা।
হ্যাঁ তুমিও হয়তো কৃষক হতে যদি কৃষি গান জানতে,
জানতে গাছ মাটি আর পৃথিবীকে ভালোবাসতে।

পিউর বাড়ি

অমিত ঘোষ, (MHA)

আজকে মাগো পিউ'র বাড়ি
হয়নি কিছু রান্না
খেলতে গিয়ে শুনতে পেলাম
পিউ'র করুণ কান্না।

সারাটা দিন না খেয়ে পিউ
ক্ষুধার জ্বালায় মরে
খাবার মতো তেমন কিছু
নেই যে পিউ'র ঘরে।

আমরা তো মা খেয়ে দেয়ে
বেশ তো আছি সুখে
দাওনাগো মা খাবারটা আজ
অনাহারীর মুখে।

একটি রাতের অতিথি

কুহেলী পাত্র
PG 1, Department of English.

নিদ্রাহীন মধ্যরাতে
জেগে ছিলাম একা
ঘরজোড়া ঘুটঘুটে অন্ধকারটা
তখনও খুঁজে চলেছিল তার শেষ দিগন্তরেখা।
একাকিত্বের সাথে তখনও যুদ্ধে লিপ্ত
আমার সকল মন-প্রাণ
মনে হচ্ছিল কেউ যদি শোনাতো;
ছোট্টবেলার সেই ঘুমপাড়ানি গান।
হঠাৎ দেখি জানালার ফাঁক দিয়ে
আসছে এক ক্ষীণ আলোর রেখা,
আস্তে করে জানালাটা খুলে দেখি
বিস্ময়কর প্রকৃতি জুড়ে চাঁদ-আলো মাখা।
সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!
মনটা শান্ত করে দিল একনিমেষে
সব কষ্ট ভুলে একটা ক্ষীণ হাসি
মনের অজান্তেই উঠল ঠোঁটের কোণায় ভেসে।
শূন্য-ক্লান্ত মনের ভিতরটায় হঠাৎ
একটা শিহরণ খেলে যায়;
যেন চাঁদের আলো হাত বাড়িয়ে
বন্ধু হতে চায়।
সারা প্রকৃতি জুড়ে চলছে তার রাজত্ব-
হাজার খুশি সঙ্গে এনেছে বয়ে;
আর তার বাঁধভাঙা হাসি ধরিত্রীর প্রতি কোণায়
ছড়িয়ে পড়ছে রূপোলী আলো হয়ে।

হেসে, খেলে, ইঙ্গিতে, ইশারায়;
কত কথাই না বলতে চায়-
শূন্য মনে নতুন আশার প্রতীক হয়ে,
হৃদয় ছুঁয়ে যায়।
বলছে যেন, কষ্ট পেওনা;
ঠিক মিলবে আলোর দেখা-
তুমি আমার বন্ধু হবে?
তাহলে লাগবে না আর একা।
সুখ-দুঃখ নিয়েই তো জীবন;
সহজ হও নিজের কাছে,
আমার দিকে তাকিয়ে দেখো-
সুন্দর হলেও কলঙ্ক আছে।
তবুও উদার মনে ছড়িয়ে দিই
আমার মনের আলো;
যার আভায় দূর হয়ে যায়
জগতের সব কালো।
কষ্টের মাঝেও হাসি মুখে
জীবনে বাঁচতে শেখো;
নিজে হাসলে জগত হাসবে
একথা মনে রেখো।
শান্তির ঘুম দিয়ে গেল
আমার দুটি চোখে-
মনে হল এ জগতে কেউ সুখী নয়
আজকে আমার থেকে।
এক নিমিষে সব বদলে গেল;
ভুলিয়ে দিল যত পুরানো স্মৃতি

আমার শূন্য মনের একলা ঘরে,
সে যেন একটি রাতের অতিথি।কী বলে যে ধন্যবাদ দেবো
ভাষা খুঁজে না পাই,
শুধু একবার দেখা পেলে বলবো;
আমি তোমার বন্ধু হতে চাই।

বন্ধুত্ব মানে কী জানো

অনামিকা দাস
Department- zoology (B.Sc.)
Semester- 3rd

কাছে থাকা নয়,
পাশে থাকার নাম বন্ধুত্ব!
মিথ্যে বলে মন ভোলানো নয়,
সত্যি বলে সাহস জোগানোর নাম বন্ধুত্ব!
ভুল দেখে সরে যাওয়া নয়,
ভুলকে সংশোধন করে ভালোবাসার নাম বন্ধুত্ব!
সময়ের সাথে পাল্টে যাওয়া নয়,
সময়কে পাল্টা জবাব দেওয়ার নাম বন্ধুত্ব!
আজকে বেপরোয়া ব্যস্ত জীবনকে পরোয়া না করে...
কেমন আছিস জানতে চাওয়ার নাম বন্ধুত্ব!
শুধু ফটোস্টেশনের আলোর ছটায় কাঁধে হাত রাখা নয়,
একাকিত্বের অন্ধকারে কাঁধে হাত রাখার নামই বন্ধুত্ব!

হঠাৎ কখন

দেবশ্রী কুইতি
Department -Education, P.G 3rd Sem

আমার সঙ্গে আমি,
আর আমার রোজের সকাল
আমার এই ব্যস্ত শহরে
রোজকার খামখেয়াল

আমার ঘরের দেওয়াল মাঝে
ছোট নীল আকাশ
মায়াবী মেঘের নীলিমায় ভাসে
এ শহরের বাতাস।
একফালি রোদ ঘরে ঢুকে রোজ
করে চলে একা খেলা
অতৃপ্ত এ শহরে চলে
পরিচিত সেই খেলা

সামঞ্জস্যতা!

পিয়ালী দাস
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ

সংসারেতে কন্যা মানে হয় যেখানে বোঝা,
তাইতো তাকে করতে হয় সব বিষয়ে সমঝোতা।
সমাজ তাদের দেয় না স্বাধীনতা নিজের মতো চলতে,
প্রতিমুহূর্তে চাইছে তাদের সংস্কারের গণ্ডিতে বাঁধতে।

যে সমাজে পূজা পায় দূর্গা, লক্ষ্মী ও কালী,
কেন হয় সেই সমাজেতে অত্যাচারিত নারী।
যদিও আজ যাচ্ছে নারী স্কুল ও কলেজেতে,
পাচ্ছে কী তারা অধিকার পুরুষের সমান সারিতে?

অঙ্গীকার.us

অভিষেক চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

পৃথিবীতে আজি আছে যাহারা
আতঙ্কে তাহারা দিশেহারা,
কহিলেন ঘনশ্যাম দাস,
হায় রে! আমরা কোথায় করি বাস।
বলিয়াছিলাম আসিবে পোকা,
ভাবিয়াছিলে আমাকে বোকা।
টেনিদা এমন করিলেন মুখ,
যেন জীবনে নাই তাহার কোনো সুখ।
আসিয়াছে কাঁকড়াবিছে,
এখন বাকি সব কিছুই মিছে।
লাফাইলেন জটায়ু,
মানুষের ফুরাইলো কি তবে আয়ু?
সীতা করিয়াছিল যে ভুল,

সহস্র প্রাণ ছিল কবুল।
গম্ভীর স্বরে কহিলেন বিজ্ঞানী প্রবর,
দেখা দিয়েছে যে মানুষের শবর।
স্বর্ণ ঔষধ একলা যে বিফল,
মানুষকেই করিতে হইবে তা সফল।
একত্রে তখন কহিলেন সবাই,
মানুষই পারে এই শাপকে করিতে জবাই।।

সুবন্ধর

সুতনু দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ

আমার আমি নদীর মতো,
বয়েই চলি খরস্রোতে।
ক্লান্ত শরীর ভিজিয়ে নিও
মনখারাপের মাঝরাতে।

আমার আমি জ্যোৎস্নার মতো,
নিঃস্তব্দ অথচ রোমাঞ্চিত!
বৃত্তের বাইরে এসো স্থবির
জানো জঙ্ঘমে দারুণ ক্ষত।

আমার আমি গানের মতো,
সুর তুলেছি ব্রিগেডে।
ব্যারিকেড ভেঙে আওয়াজ তোলো
হাজার মানুষের জমায়েতে।

আমার আমি একফালি চাঁদ,
অমবস্যায় নিশ্চিহ্ন হব জেনে –
স্বপ্ন দেখ তবু অবিরত
শিকল ভাঙার মন্ত্র শুনে।

Eclipsed Reverie

Indrajeet Ghosh
Department of English, PG 3rd Semester

In the theater of celestial design,
Day dances on the stage of time,
A cosmic tale in sunlight spun,
A saga written with the morning sun.
Existence bathes in the golden glow,
A fleeting moment, a cosmic show.
Yet shadows linger, whispers rise,
As day surrenders to twilight skies.
Behold the paradox, a seamless blend,
Where boundaries blur, and limits bend.
The sun, a weary wanderer & plight,
Dances with shadows in fading light.
In the hush of twilight & silent grace,
Existential questions find their place.
What meaning in the fading glow?
In night & embrace, where do we go?
The sky, a canvas, vast and deep,
Reflects the secrets that it keeps.
A symphony of stars, a cosmic sea,
As day dissolves, the night sets free.
Is meaning found in morning & birth,
Or in the quiet of night & soft girth?
Existence, a riddle, an endless quest,
In shadows cast, we find unrest.
The moon ascends, a silent guide,
Through the realms where dreams reside.
Yet, as night unfolds its mystic art,
Existence weaves its own strange part.

In the paradox of day and night,
A dance of shadows, an endless flight.
Meaning emerges in the shifting tide,

As day becomes night, and night, a guide.
So, ponder the celestial ballet,
Where time and meaning lose their way.
In the dance of light and shadows cast,
Existence whispers, fading fast.

কয়েক বছর পার

ঈশিতা প্রধান
ইংরেজি বিভাগ, স্নাতক (পঞ্চম পাঠ পর্যায়)

বছরগুলো সব পার হয়ে যায়....
স্মৃতিগুলো থাকে মনে
মনে পড়ে ওই কতদিন আগে?
খেলতাম সেই বাগানে...
দিনগুলো কতো ভালোই না ছিল!
বেশ ছিল সেই সময়!
আহারে সেই মুহূর্তগুলো,
রয়ে গেলো কি শুধু স্মরণে?

বছরগুলো সব পার হয়ে যায়...
স্মৃতিগুলো থাকে মনে,
মনে নেই ওই ছোট্টকালের?
খুনসুটি আর কাঁদুনে।
বায়নাগুলো সব কোথায় যে গেলো?
কই গেলো সেই কাহিনী?
আহারে সেই মুহূর্তগুলো!
রয়ে গেলো স্মৃতিচারণে...

স্বপ্ন

তিথি সেন, বাংলা বিভাগ

স্বপ্ন আমার অনেক বড়
মনের মধ্যে গাঁথা
পূরন করার ইচ্ছে হলে
কেউ বা দেই বাধা।
মেয়ে বলে পারবে না কিছু
কে যে বলেছে
মা দূগাও মেয়ে হয়ে
অসূর বধ করেছে।

পথ শিশুদের কথা

দেবোপমা পয়ড়্যা
(স্নাতকোত্তর, ভূগোল বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার)

এই শীতে তুমি ভাবছো,
বাড়ির মধ্যে আগুন পোহানোর কথা,
গিয়ে দেখো,
শহরের আনাচে কানাচে পথশিশুদের ব্যাথা।
শীতে বিবস্ত্র প্রায় পথশিশুটা আজ
একটা পোষাকের আশায়,
গুনছে দিন গুনছে রাত,
একমুঠো খাবারের দিশায়,
অযত্নে পড়ে থাকা শিশুটার জীবন
পরিপূর্ণতা পাক ভালোবাসার ছোঁয়ায়
কাটিয়ে দিক জীবন আনন্দ উপভোগে।
শিশুদের মন যে সহজ সরল
নেই কোনো ভেদাভেদ,
জাতি ধর্ম ভুলে
সবাই কলাকার।
বন্ধ হোক শিশুশ্রম
সঙ্গে নির্যাতন
তবেই সার্থক হবে একটা শিশুদিবস
এগিয়ে যাবে সমাজ।
সংরক্ষিত হবে দেশের ভবিষ্যৎ।

প্রেম

শিপ্রা মাইতি
স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষ (বাংলা বিভাগ)

তুমি তো প্রেমের পূজারী,
প্রেমকে করিয়াছো দান।
তোমারি প্রেম ছায়া তলে,
ঢাঁকিয়াছো কত শত প্রাণ।
পাইবার আস, নাই অবকাশ
নিজেরে দিয়াছো বিলায়ে,
তুমি তো শীতল, তুমি সুন্দর
তুমি চির অমর।।

আমার পুজো

সৈকত কুমার দে

যাদের পুজো নির্বাসনে, চিরকাল নিঃসঙ্গ
আমার পুজো কাঁদে ভেবে তাদের স্বপ্নভঙ্গ।

যাদের পুজো আস্তাকুঁড়েতে খুঁটে খাওয়ার ভিড়
আমার পুজোর উৎসাহী চোখ, তাদের দৈন্যে স্থির।

বছর দুয়েক আগের পুজোয় ফিরলো যারা ঘরে
হাজার মাইল হাঁটা সেই ভিড়, বড্ড মনে পড়ে।

এবার পুজোয় নিয়মমাফিক, ফুলকো লুচির কড়াই
মনে করাবে করোনা কালের, দুমুঠো ভাতের লড়াই।

যারা সেদিন কাজ হারালো, কেউ হারালো প্রাণ
আমার পুজোর সব প্রাপ্তিই, তাদের স্মৃতিতে ম্লান।

এবার পুজোর অঞ্জলি তাই, সেই মায়েদের কাছে
যাদের সন্তান আমার পুজোয়, সীমান্তে জেগে আছে।

এবার পুজোয় ঘরে ফিরুক, হারানো প্রতিটি মেয়ে
ঘরে ঘরে সব দূর্গারা হাসুক, মর্যাদাটুকু পেয়ে।

এবার পুজোয় সবার দুর্গা, আনন্দে উঠুক মেতে
মায়ের সব সন্তান রোজ, পেট ভরে পাক খেতে।

সব পুজোতে সারা বছর, কাজ থাক সব হাতে
শ্রমের সঠিক মূল্য উঠুক, শ্রমজীবীদের পাতে।

অপেক্ষার প্রহর

প্রসাদ মাহাত

গোধূলি সন্ধায় যখন নীরবতার শব্দ জাগে,
চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নতুন উপন্যাসের ছোঁয়া
মেলে।
সারা দিন ভেসে যাওয়া ছদ্মবেশী,
মুখোশ খুলে রাতের অন্ধকারে।
অনুরক্তি র উপর দৃষ্টিগোচর করলে, চোখ দ্বিধান্বিত হয়!
বেনামী তুমি তো আমার নও....তুমি বিলাসিনি।
অপেক্ষারত বন্দী গোলাপের সিম্পন চেতনায়,
শ্বাসত্যাগ করে ধুলো মাখা ডায়েরির পাতায়।
প্রতি পদক্ষেপে ভেসে যাওয়া প্রেম পত্র,
দূরের ল্যাম্পপোস্ট অস্পষ্ট করে রুদ্ধশ্বাসে।
গতকাল রাত্রে চাঁদের আলোয় লেখা লাইন আজ
বিলাসিতা মাত্র
বোঝে নাহি সে মোর পরিভাষা,
তাহারে কভু আঁখি মেলে নাই।
আমি নিরিহে পড়ে আছি আজি,
অন্ধকার উৎসাহের নিবিড় আক্ষেপে।
অপ্রত্যাশিত অসংখ্য ক্ষুদ্র কবিতার বার্তা,
না বলার ভীতি নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে
অসাড় মন কুপোকাত প্রেম-দরিয়ার তীরে।
আলগোছে প্রেমিকার প্রতিশ্রুতিতে; জীবন জীবনের
সাথে যুক্ত হবে আশ্বাস দিয়েছ।।

ছেলে বেলা

বিজেস দাস
শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, স্নাতক

ছেলে বেলা ভালো ছিল,
আজও মনে পড়ে।
আজও তার স্মৃতিগুলো নাড়া দেয় প্রাণে।

খেলাধুলা দুষ্টুমিতে ভরা ছিল দিন,
আজও আমার স্মৃতিতে হয়নি তা ক্ষীণ।

নিষ্পাপ দিনগুলো কোথা
গেল আজ,
বয়সের সাথে সাথে বেড়ে গেল কাজ।

খেলাবাটি খেলনায় মজা হত রোজ,
আজও তাই মনটা যে করে তার খোঁজ।

হয়হুল্লোর আনন্দে মজা হতো রোজ,
আজও অমি ঘুরে ফিরি করি তার
খোঁজ।।

অব্যক্ত

সুপর্ণা দাস
নিউট্রিশন (স্নাতক)

তোর চলার শব্দ
শ্বাসের নিঃসীম অনুভূতি,
তোর যুক্তি দিয়ে কথা
কিছু করার প্রতিশ্রুতি।
তোর অনাসক্ত চাহিদা
আর পরিত্যক্ত ভোজ,
তোর বিরামহীন কর্তব্য
পরিজনদের খোঁজ।
তোর এনসিসি এর প্রতি নেশা
ডিপিতে আর্মির ছবি,
আর রইলো তোর মাঠের খেলা
এ সবই তোর হবি।
তোর পরচর্চার কথা
অনেক খানি দূরে,
তোর টেনশন যায় কেটে
দোলনার সুরে সুরে।
তোর নোনা মাছের গল্প
আর ঘুগনি দিয়ে মুড়ি,
তোর চানাচুর খুব দরকার
সঙ্গে পান্তা ভাতের ঝুড়ি।
তোর সত্যি কথা বলা
ঘুরপ্যাঁচহীন চলা,
তোর অপচ্ছন্দ
আপোসহীন বলা।
তোর সহানুভূতির মন
সবাইকে করে আপন।

সোনার ঠাকুর

শুভ হাজরা

সভা খানা স্থগিত হলো
তীব্র এক চিৎকারে।
চারিদিকে হুড়োহুড়ি
জমিদার গিন্নির হুঙ্কারে।।
ধর ধর, ধর ওকে
পালাতে যেন না পারে!
বন্দী করে নিয়ে আয় ওকে
লোহার কারাগারে।।
দাঁড়া দাঁড়া ওই দাসী
কোথায় পালিয়ে যাস?
জীবন খানা হারাবি
যদি না দাঁড়াস।।
কি হলো ও গিন্নি
ধরবে ওরা কাকে?
আমার সভা খানা বন্ধ হলো
তোমার ওই হাঁকে!
দেখো না মহাশয়
ওই যে পালাচ্ছে দাসী।
সোনার ঠাকুর করেছে চুরি
চাই ওর ফাঁসি।।
কে আছিস ওইখানে
বন্ধ কর সিংহ দরজা খানা।
ড্রামটা বাজিয়ে দে
বিপদ সংকেত চারিপাশে জানা।।
এক ছুট দেয় দাসী
কন্টকময় পাচীর বেয়ে।
এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না সে
পেছনে ফিরে চেয়ে।।
শাড়ি সহ দেহ বিদীর্ণ হয়
কাঁটা তারের খাঁজে।
ধুলো মাখা কালো পথ
লাল হয় রক্তের ছাপে।।
সৈনিকের দল ছুটে আসে
রক্তমাখা পথের পিছু নিতে।
দূর থেকে ছোঁড়ে তীর
দাসীকে ধরতে।।
দূর থেকে এসে তীর
দাসীর বক্ষ ভেদ করে।
ঠাকুর খানা ছিটকে যায়
দাসী মাটিতে আছড়ে পড়ে।।
সোনার ঠাকুর খানা
মাটিতে খায় গড়াগড়ি।
রক্তে রঞ্জিত হয়
দাসীর ধুলো মাখা শাড়ি।।
গ্রামবাসী ছুটে আসে
দূর থেকে দেখে।
দাসীর জীবন খানা বেড়িয়ে আসে
শরীরকে রেখে।।
হাহাকার করে সবাই, চোখ হাতে ঢেকে।
দাসী যে নির্দোষ
জমিদারকে বলে তারা ডেকে।।
দাসীর দুই বছরের ছোটো শিশু
কুটিরেতে অসুস্থ।
একমাস ধরে জ্বর
জন্ম থেকে গায়েতে কুষ্ঠ।।
দাসীর ছেলে সুস্থ হবে
বিদেশেতে গেলে।
গায়ের কুষ্ঠও দূর হবে
দশ লাখ টাকা দিলে।।
দাসীর স্বপ্ন সুস্থ ছেলেকে ঘুম পাড়াবে
রাতে ঘুম পাড়ানি গানে।
তাই গিন্নিমা-র ঠাকুর খানা
দাসী চুরি করে আনে। ।

সব শুনে জমিদার
নিহত দাসীর পায়ে ধরে।
দাসীর পায়েতে মাথা ঠুকে
করুনার স্বরে।।
পিতা হারা সন্তান আজ
হলো মাতা হারা।।
বিনা চিকিৎসার কারণে হয়তো
সেও যাবে মারা।।

প্রাক্তম ক্লাস

সুব্রত খাঁড়া

"কার ধড়েতে কত মাথা
বুদ্ধি কতখানি"
ফিজিক্সের নেশা যার
আমরা তাকেই মানি!

ফিজিক্স বুঝে পড়া যায়
না বুঝলেও চলে,
স্যার দের হাতে ছাড় নেই কারো
বোঝাবে কানটি মুলে ।

কাঁদতে কাঁদতে ঘর যাবে তুমি
হাঁটেই তোমার বলা
রাস্তা কারো একার নয়
সবারই পথচলা।
চলতে চলতে পেতেই হবে,
ফুচকার ওই স্বাদ
না পেলে তো সবই বৃথা
নোবেলটাও বাদ!

যাহোক, আর কয়েকটা দিন
বিদায় টা তারপরে থাকুক
স্যারেরা আর মূহুর্তরা
সবার বুকটি ভরে!!

সৌন্দর্যে

পল্লবী গিরি
(স্নাতকোত্তর, চতুর্থ পাঠপর্যায়, বাংলা বিভাগ)

ছোটো একটি নদীর তীরে
দাঁড়িয়ে ছিলাম আপনমনে ।
আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
মন যে আমার আনমনা ।
দূরের ওই গাছগুলো
সবুজ রঙে এলোমেলো ।
পলাশ ফুলের গন্ধে ঘ্রান
জুড়িয়ে গেল আমার প্রান ।
সূর্যীমামা বিদায় নিল
ক্লান্ত পথিক ঘরে এল ।
রজনী নিশি ডাক দিয়েছে
চললাম যে এবার ঘুমের দেশে ।।

আমার আফ্রোদিতি

কৃষ্ণেন্দু পাঠক,
প্রথম পাঠপর্যায়, ইংরেজি বিভাগ, স্নাতকোত্তর

তোমায় শব্দবন্ধে আবদ্ধ করতে চাই না
তাই গল্প কবিতারা আজ নিশ্চিন্ত।
তোমায় রাখতে চাই আমার মুক্ত চিন্তার
সহস্র বন্য গোলাপ ঘেরা তপোবনে।
যেখানে তোমার উজ্জ্বল হাস্যে পুলকিত
হয় বনের পশুপাখি, তোমার ছোঁয়ায়
গাছপালা পুনর্জন্মের স্বপ্ন দেখে,
তোমার মাড়িয়ে যাওয়া ঘাস
পায় আলিঙ্গনের স্পর্শ।
তটিনীর ন্যায় ধীর তোমার বাক্যে
অরণ্যময় ছড়িয়ে পড়ে শান্তি।
মধুর হাওয়া বারবার ছুটে এসে ছুঁয়ে যায়
তোমার উন্মুক্ত কেশ, তারা স্বাদ পায়!
রাতের জোনাকি ছুটে এসে ভিড়ে
তোমার চারপাশে, চাঁদের আলোয় আলোকিত হতে।
নক্ষত্ররা হিংসায় জ্বলে পুড়ে উল্কা হয়ে
নেমে আসে মাটিতে, তুমি হেসে যাও
ঊষা হয় শীঘ্রই, কলিরা তোমায় দেখে প্রস্ফুটিত হয়। আর
আমি একরাশ ধুলা মেখে
এইসব দেখে চলি নীরব প্রেমিক হয়ে।

অসামাজিক সমাজতন্ত্র

সুপ্রিয় মণ্ডল

Department - Mathematics (PG - 1st sem)

প্রেমের উপন্যাস লিখতে বসে আমি
হারাই জীবনের আঁধারে,
কাব্যগ্রন্থ সবই অতীতের ইতিহাসে
স্থান পায় ধূলিময় টেবিলে।
কী আছে ভবিষ্যতে?
ভাবলেই লাগে ভয়,
পড়াশুনা করেই আর কী লাভ?
যেখানে, গ্রাজুয়েট ছাত্রের সইয়ের থেকেও দামী,
ফোর পাস নেতার টিপ ছাপ।
শহরের অলিগলি
জুড়ে কত কোলাহল,
সবই যেনো শান্ত এ মনেতে,
সমাজের কারিগর
রক্ত ক্ষয়িয়ে আজ,
হারিয়েছে বেঈমান সমাজেই।
অশ্রু ক্ষয়িয়ে আজ
এ দু চোখ হয়ে গেছে,
মরুভূমির কোনো এক অংশ,
এ দু চোখে স্বপ্ন
মরীচিকা হয়ে রোজ,
বৃথায় রচে যায় সংশয়।
একদিন এ মরীচিকা
নিয়ে যাবে আমাদের,
সময়ের শেষ সীমান্তে,
আত্মহত্যা ছাড়া
পথ আর থাকবে না,
জীবিকার শেষ বিচারে।

Musical Cadence of the Santals: A Study on Musical Instruments

Dr. Arpita Raj
Assistant Professor
Dept. of Humanities (English)

Santals as an indigenous community are known as people of music. Music (*Sereng*) is very close to their heart. It is associated in every aspect of Santal life. In ancient time when there was no documentation of literature music helped Santals to pass on tradition and culture to next generation. Music is like treasure in Santal's life. Whether a Santal woman is returning from field or a Santal man is tending the herd they love to sing. The festivals and ceremonies of the Santals are mainly season based. The use of musical instrument is also varies according to rituals and festivals. The musical instruments of the Santals are not modern or very sophisticated. Their musical instruments are prepared from the indigenous or native plants found largely in the region they inhabit. Here is a study of some select music and musical instruments that the Santals sing and play during various performances throughout the year.

Baha parab is very significant in Santal life. *Baha Sereng* or *Baha* song celebrates the warmth of spring. A song from *Baha* festival is like: "Who first searched deep forest/who first searched spontaneous flow of water in village. */Marang Buru* was to search our forest and *Jaher Buri* kept flow of water alive".

Tumdak and *Tamak* are two very commonly used musical instruments during *Baha parab*. Besides, *Tamak* is also used during *langre, dang* and all most all the festivals. *Tamak* that is lifted and played by more than one man is used during *Sendra* i.e. hunting festival of the Santals. The mixed deep and loud sound of *Tumdak* and *Tamak* attract the Santals of the locality and they feel attracted. Young Santal men beat the drums and leap in front of the dancing Santal women. *Tumdak* has a conical shape and it is made of burnt clay. The end of the narrow part of this musical instrument is covered with goat skin and its opposite part is covered with bullock skin. The whole body of this instrument is covered by leather strips. It is slung on the shoulder of the performer. The performer beats the narrow end with right hand to produce rhythms while with the help of the left hand on the wider end he creates one kind of deepest note.

Tamak is a musical instrument that looks like bowl. Its surface is covered by bullock skin. Like *Tumdak, Tamak* is also sung from the shoulder of the performers and is beaten by him with a pair of sticks. *Tamak* is also called a 'hunting drum'.

Tumdak and *Tamak* are two very commonly used music instruments Santals play during dancing and merry-making. They have a lot of ethnic importance as well in Santal life. A large number of Santals protested against the oppression and exploitation of the British and the money-lenders in an organized way by drumming these drums led by Sidhu, Kanhu and others. This resurrection happened in 1855-56 is called Santal *Hul*. Therefore, they are not just musical instruments but symbolize ethnic identity in Santal life.

Tirio is a kind of flute that Santal boys whistle. It is made of a bamboo with seven holes on it. *Tirio* is made of a narrow hollow bamboo. The length of a bamboo is about 45cm to 65 cm and its diameter is about 2cm to 3 cm. Two sides or sometimes one side of the *Tirio* remains closed. On the surface of the *Tirio* there remain six circular holes of about one cm. The five holes closely positioned are used for the purpose of blowing air and another one for controlling air to create different notes. A *Tirio* can be used individually or with the accompaniment of other

musical instruments. It is often used as a symbol of love, excitement and seduction in Santal life. They love to sing and play this flute even in daily life.

Singa: Singa is an S-formed breeze instrument played in sets in weddings. Made of metal of copper, it is typically developed in the three penetrates with mouthpiece at the blowing end and a conic opening at the other.

Sohorae is a festival in Santal society when they worship the domestic animals. Married girls come back to their father's home from in-law's house after a long time. Therefore, this festival is very close to their heart. One song from *Sohorae* is here: "Don't marry me off to that side of river/ How will you bring me during *Baha* and *Sohorae*".

Sohorae is the only festival when Santal women play a musical instrument called *Sarpa*. It is made up of a vertical pole fixed on the middle of two crossed horizontal pieces of wood. During *Sohorae* festival the elderly Santal women form the front line with their hands interlinked, sing and dance, while the young women come behind them and play *Sarpa*. It is the only musical instrument used by Santal women.

Dansae is the festival that comes during Hindu festival, *Dusserah*. *Dansae* music narrates the sad story of the defeat of Kherwals. During *Dansae* Santals particularly use one musical instrument called *Buan*. Only male participants participate in song, dance and playing *Buan*. Every line of *Dansae* starts with *hay hay or* 'alas, alas'. *Dansae* music starts like: "Alas, alas! O *Marang Buru* where did *Bhung* took his birth? / Alas, alas! O *Marang Buru* where did we hear this music first".

Buan is a musical instrument whose prototype was when Santals first hit the string of the bows to hear a pleasing sound. A large hollow gourd is generally attached to the curvy part of the bow and the gourd produces one kind of resonance along with the sound when the string of the bow is hit. The gourd is always decorated with paper streamers. The song that is sung with the help of *Buan* is to show respect to this musical instrument. The music also narrates the prayer of growth of the gourds on the heap of manure.

Banam is a kind of musical instrument which is prepared out of a completely hollowed piece of wood or sometimes of a half coconut usually covered with goat skin, sometimes with the skin of the monkey. The *Banam* looks like a bowl which is pressed against the armpit of the left hand of the performer and a bow is drawn across the string with the help of the right hand. The string of the bow is made of metal. Santal men use this musical instrument to produce one kind of melody.

Banam:

According to legend, at one time there were seven brothers who conspired to kill and eat their sister. But the youngest brother was so overcome by guilt that he could not bring himself to eat his portion. He surreptitiously buried it in an ant hill. Upon that spot, a beautiful tree grew. A stranger passing the tree, hears a beautiful sound emanating from it. He cuts a branch off the tree and fashions the first banam. There are two types of banam, Dhodro banam and Tendar banam.

•Dhodro Banam:

is a bowed instrument carved out of a single log of wood of a tree. It consits of a belly(laj) covered with an animal skin on which rests the bridge(sadam, lit, horse), an open chest(koram),

a short neck(hotok)and a head(bohok) which is oftenbeautifully carved in the shape of a human head, a couple or whole groups of humans or of animals.

* Dhodro banam: is a bowed instrument carved out of a single log of wood of a tree which according to Santal story, grew out of the flesh of a human being. It consits of a belly(lac) covered with an animal skin on which rests the bridge(sadam, lit, horse), an open chest(korom), a short neck(hotok)and a head(bohok) which is often beautifully carved in the shape of a human head, a couple or whole groups of humans or of animals. If the is a head, the tuning peg is inserted in the ear(lutur), and the gut string comes out the mouth.

Phet banam: is a fretless stringed instrument with three or four strings. The waisted belly is completely covered by animal skin.

স্মৃতি

ঈশিতা প্রধান

Dep- English, Sem: 5th

সময়টা তখন ২০০০ সাল; শীতের সকাল, বেশ মনোরম, আরামদায়ক আবহাওয়া। শীতের দিনগুলো খুব ভালোই লাগে আমার, যদিও অনেকের পছন্দ নয় কিন্তু এই দিনগুলোর আমেজটা আলাদা, যা আমার ভীষণ পছন্দের।

কুয়াশাময় সকাল, পাখিদের কলরব, হালকা শীতল বাতাস, শিশিরে ঢাকা পৃথিবী, বড়ো অপরূপ দৃশ্য। এইসময় প্রকৃতি যেন আলাদাভাবে সেজে ওঠে। এইসময় প্রকৃতিটা রহস্যময় হয়ে উঠলেও সকালে তড়িঘড়ি অবস্থায় স্নান করে বেরিয়ে কাজে যাওয়াটা একটু চাপের অবশ্য। কিন্তু কি আর করবো জীবনের তাগিদে এইসব তো করতেই হয়।

সেদিনও দিনটা ঠিক এমনই ছিল। সকালে একটু দেরী করে ওঠায়, আমি চটজলদি রেডি হয়ে বাড়ি থেকে বেরোবো, এমনি সময় মায়ের হুকুম, বাবি টিফিনটা নিয়ে যা, সকাল থেকে তো কিচ্ছু পড়েনি পেটে... হুঁম, শুনতে হাস্যকর হলেও এটা ঠিক যে আমার মা আমাকে আদর করে বাবি বলেই ডাকে, যদিও আমি এখন খুব একটা ছোটো নয়। বয়স আমার ২৫; মা-বাবা আমার নাম দিয়েছিলেন অপরুপা। যাইহোক এখন যাওয়া যাক আমার কাজে। আমি পেশায় একজন স্কুল শিক্ষিকা; সদ্য কাজে জয়েন করেছি। বাচ্চারা আমার খুব প্রিয়, তাই এই কাজ বেছে নেওয়া আর যেহেতু এখন এই কাজের বিশেষ চাহিদা রয়েছে, আমিও প্রথম এপ্লাইতে কাজটা পেয়ে যাই। এই বছরটা প্রায় শেষের পথে, চাকরি পাওয়ার ভালো খবরটা ছাড়া আর তেমন বিশেষ ভালো কিছু আমার সাথে হয়নি। যাগ্গে কাজের সুবাদে আমি বেশ কয়েকজন ভালো সহকর্মীদের পেয়েছি, যাদের সাথে আমার সারাদিন ভালোভাবেই কেটে যায় আর ক্লাসের বাচ্চাদের খুনসুটি তো রয়েছে। আজকের দিনটা একটু আলাদা কারণ আজকে আমদের সাথে নতুন একজন জয়েন করবেন, অতয়েব আবার একজনের সাথে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু ওই সাক্ষাৎ অবধি আমার দৌড়, আসলে আমি সেইভাবে ঠিক সবার সাথে মিশতে পারিনা; তাই তো আমার সেইভাবে কখনোই বন্ধুবান্ধব হয়ে ওঠেনি। ইতিমধ্যে আমি স্কুলে গিয়ে হাজির; তারপরে যেমনটা হয়, সবার সাথে আলাপ, ছাত্রছাত্রীদের গেয়ে ওঠা প্রার্থনা; কি অপরূপ সেই দৃশ্য! ঠিক যেন নিজের ছোটবেলাটা খুঁজে পাওয়া।

সবকিছু শেষে, স্টাফ-রুমে গিয়ে প্রেজেন্টের খাতাটা নিবো দেখি, আমারই ডেস্কের পাশে একজন অচেনা ভদ্রলোক; ছিপছিপে চেহারা, গৌরবর্ণ, পরনে হলুদ পাঞ্জাবী আর সাদা পাজামা। দেখতে খুবই সাধাসিধে, তাঁর দুটো চোখ দেখার সাধ্য আমার নেই কারণ সেগুলো রয়েছে চশমার ফ্রেমের আড়ালে। হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর যেতে দেখি ১১:০৭, এ বাবা সাত

মিনিট লেট! বলে তড়িঘড়ি করে অফিস-রুম থেকে ক্লাসের দিকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম। সারাদিনের ঝামেলায় লোকটার কথা আর মনে নেই।

চারিদিকে শীতের সন্ধ্যেটা খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসে, আমার আজ বাড়ি ফিরতে অনেকটা লেট হয়ে গেছিলো, ক্লাস ইলেভেনের প্রজেক্ট নিয়ে বোঝাতে গিয়ে একটু দেরি আর তারপরেই বিকেল ০৪:৪৫ এর বাস মিশ। বাড়িতে এসে দেখছি মায়ের রীতিমত ব্যস্ততা আর বাবা হাতে এক কাপ চা নিয়ে বসে আছে। তারপর আর কী? রোজকারের মতো সবার সাথে গল্প করে, একসাথে মায়ের হাতের সুস্বাদু রান্না খেয়ে, ঘুমাতে যাওয়া। সবশেষে যখন ডায়েরিটা নিয়ে একটু লেখালিখি করতে বসবো, হঠাৎ মনে পড়লো ওই ব্যক্তির কথা; ইশ! আমি তো একেবারে ভুলে গেছিলাম... আসলে আমার মাথা থেকে একদম বেরিয়ে গেছিল যে আজকে স্কুলে একজন শিক্ষকের জয়েন করার কথা ছিল, নেহাৎ ওই অচেনা ব্যক্তিটি যে নতুন শিক্ষক, তা আমার বুঝতে একটুকুও ভুল হলনা। পরিচয় হয়নি ভেবে একটু দুঃখ প্রকাশ করলেও, সারাদিনের ক্লান্তিতে সে কথা মনের এক কোনে উধাও হয়ে যায়।

পরের দিন স্কুলে লাঞ্চ ব্রেকে যখন আমি আমার চেয়ারে বসে আছি আর টিফিনটা বের করবো, ঠিক তখন ওই ব্যক্তির আগমন। উনি একটু ফ্রেস হয়ে এসে বসেছেন, এমন সময় ঋতাভরীদি এসে বললো, কী অপা?

কয়েকদিন আসিনি বলে, তুই আমার জায়গাটা অন্য কাউকে দিয়ে দিলি? আচ্ছা, আগে আলাপটা করাই, ঋতাভরী চক্রবর্তী, আমার সহকর্মী, পেশায় কেমিস্ট্রির শিক্ষিকা। সিনিয়র হওয়ায় আমি তাকে দি বলে সম্বোধন করি। রীতিমত আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম, কিন্তু আমি তো কিছু জানিনা! তখন পাশে বসা ব্যক্তিটি বলে ওঠেন আরে ঋতাভরি, তোর মজা করার অভ্যাসটা এখনও যায়নি দেখছি। আমি এপাশে চুপচাপ হতচকিত হয়ে বসে আছি। তখন ঋতাভরীদি বলে ওঠে এবার আমি বলি? আমি বললাম, হয়েছেটা কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা... তারপরে সব জানতে পারলাম যে, ঋতাভরীদি ট্রান্সফারের অ্যাপ্লাই করায়, নতুন শিক্ষকের আগমন, তিনি আবার ঋতাভরীদির ব্যাচমেট। আচ্ছা অপা তোদের কাল আলাপ হয়নি? দি বলে ওঠে। আমি যেহেতু প্রথম থেকেই একটু শান্ত প্রকৃতির, কারো সাথে আমার তেমন একটা কথা হয়না, তাই হয়তো দির ট্রান্সফারের কথাটাও আমার জানা নেই। আমি বলে উঠি, না তেমনভাবে হয়নি। তখন পাশ থেকে উনি বলে ওঠেন, নমস্কার, আমি শোভন দে। বাড়ি এই রাজপুর-সোনারপুরেই, বয়স ২৮, কেমিস্ট্রির শিক্ষক, বই পড়তে খুব ভালোবাসি। দি বলে ওঠে, এবার তুই কিছু বল... সবসময় এতো চুপচাপ থাকলে কী আর হয় রে? অবশেষে আমি নিস্তব্দতা ভেঙে বলে উঠি, আমি অপরূপা সেন, পেশায় ইংরেজির শিক্ষিকা, খাসমালিকে বাড়ি, আর হ্যাঁ লেখালিখি করতে বড্ডো ভালোবাসি। উনি বলে ওঠেন, আরো একটা কথা হয়তো আপনি বলতে ভুলে গেছেন...

আমি বললাম, কোন কথাটা? আপনার নিশ্চই নিরবতা ভালো লাগে? আমি বিশেষ কিছু বলার আগেই দি বলে ওঠে, আচ্ছা নে তোরা কথা বল, আমি এবার আসি। কিছু ফাইল আর বইগুলো বাকি রয়ে গেছিলো, আজ নিয়ে যেতেই এসেছিলাম। এবার চলি রে টাটা। রীতিমত দি চলে গেল আর আমাদেরও ব্রেকটাইম শেষ হয়ে যাওয়ায়, যে যার ক্লাস নিতে চলে গেলাম।

এইভাবে অনেকটা দিন চলে যায় আর শোভনবাবুর সাথে বেশ ভালো একটা বন্ধুত্ব হয়ে ওঠে। ওনার চঞ্চল প্রকৃতি খুবই আকৃষ্টকর; খুব সহজেই তিনি সবার সাথে মিশতে পারেন, যেটা আমি কখনও পারিনা। তিনি আমার থেকে খুব আলাদা; কথা বলার ধরণ, আবভাব, চশমার আড়াল থেকে সবকিছু অনুধাবন, বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাব, এককথায় অতুলনীয়। সবসময় মনে হতো তাঁর মধ্যে বিশেষকিছু রয়েছে নিশ্চয়, যার জন্য আমি কোনোরূপ প্রয়াস ছাড়াই তাঁর সাথে খুব ভালোভাবে কথা বলতে পারি। ভাবতে বড়ো অবাক লাগে, যে মেয়েটা নিজের বাবামায়ের থেকে কারোর সাথেই সেভাবে মিশে উঠতে পারেনি, তার কখনও এতো সুন্দর একটা বন্ধু হয়ে উঠবে। একদিন হঠাৎ করে শোভনবাবু বলে ওঠে, আচ্ছা অপরূপা, আপনি আমাকে শোভনবাবুর বদলে শুধুমাত্র শোভন তো বলতে পারেন? সেদিন আমি কথাটার অর্থ ঠিকভাবে না বুঝতে পারলেও, এখন ঠিক বুঝতে পারছি, তিনি কি কারণে এমন কথাটা বলেছিলেন। আমি যতই বলি আমি একজন সাহিত্যের

ছাত্রী কিন্তু আমি সেদিন শোভনবাবুর মনের কথাটা বুঝতে অক্ষম ছিলাম। জানি আমি তখন মস্ত বড়ো ভুল করেছি, সেইরকম একটা মানুষকে হারিয়ে। এখন আমি ভাবি জীবনে নিজেকে গুরুত্ব দেওয়া কতটা জরুরি। সেইসময় আমি কোথাও না কোথাও নিজের থেকে পিছিয়ে গেছিলাম, ভেবেছিলাম তাঁর ভালোকিছু পাওয়াটা বেশি জরুরি। আমি তাঁর থেকে অনেকটা বেশি বিপরীত, এককথায় আমকে তাঁর সাথে কখনোই একই সুতোয় বাঁধা সম্ভব নয়। আমার ভাবনাটা কিছুটা হলেও সত্যি কারণ পারিপার্শিক মানুষজনও এটাই বোধহয় মনে করতো। এই মুহূর্তে বসে আমার একটা ছোট্ট কথা বেশ মনে পড়ছে, শুধু নামেই অপরূপা, সত্যি বাপু!রূপ কই যে অপরূপা! মন্তব্যটা যদিও বা আমার মাসির করা। একথা ঠিক যে নিজের মানুষরা কখনও কারো মন রাখার জন্য মিথ্যে কথা বলেনা, সেই কথা যতই তিক্ত হোক না কেনো, তারা সত্যি কথাটা নির্দ্বিধায় বলে দেয়। ওই যে বললাম শুধু স্বভাবে নয় অনেককিছুতে শোভনবাবু আমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি সত্যিই শোভন, ওনার নামের মতই তিনি সুন্দর।

যাক অনেকটা রাত হলো, এখন লিখাটা থামতেই হবে, এটা সত্যি যে এখনকার শীত আর কুড়ি বছরের আগের শীতের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে বইকি! এই সময়ের শীতটা বেশ অসহনীয়। সময় কতো তাড়াতাড়ি যায় তার প্রমাণ এই পুরনো ডাইরিটা পড়ে বুঝতে পারলাম। মেয়ের নতুন স্কুলে অ্যাডমিশন নেওয়ায়, আমি আর আমার হাসব্যান্ড ঠিক করেছিলাম, মেয়েটার স্কুলের কাছাকাছি একটি ফ্ল্যাট নিয়ে শিফ্ট হয়ে যাবো। আর যেমন ভাবনা তেমন কাজ... গতকাল সবকিছু গোছানোর সময়, মেয়ে বলে ওঠে, মা এই ডায়েরিগুলো কী তোমার? তারপর পুরনো সেই ডায়েরিগুলো আমার নজর কাড়ে। কাল তেমন সময় না পাওয়ায়, আজ সেইসব নিয়ে সকালে যখন বসি, পুরোনো সব স্মৃতিগুলোকে আমি যেন আবার নতুন করে ফিরে পেলাম। সবকিছু যেনো অজান্তে মনের এককোণে ধামাচাপা পড়ে গেছিলো। শোভনবাবু একটা কলেজে অধ্যাপকের কাজ পাওয়ায়, স্কুলের চাকরিটা ত্যাগ করেন। তারপর থেকে তাঁর সাথে সেভাবে কখনো আর দেখা হয়নি। কাজের ব্যস্ততা সবাইকে কুরে কুরে খায় আর আমরাও কাজের বেড়াজালে আবদ্ধ। খোলা আকাশে আমরা পাখির মতো উড়তে না পারলেও, স্মৃতিগুলো ঠিক ঘুড়ির মতো উড়তে থাকে, আর তখনই টান পড়ে যখন আমরা সেগুলোকে মনে করতে চাই। এই মুহূর্তে চোখ দুটি আমার ক্লান্ত হয়ে গেলেও, পুরোনো সেই কথাগুলো আজ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে আর বারেবারে এই মন জিজ্ঞেস করছে, এখনও কী সেই মানুষটি তাঁর চশমার আড়ালে সবকিছু সেই একইভাবে পর্যবেক্ষণ করেন নাকি সময়ের সাথে সাথে তিনিও বদলে গেছেন?

একটি নারীর আত্মকথা

শঙ্করজিৎ পতি

BCA

গ্রামে বাড়ি হওয়ার সূত্রে অনেক গ্রাম্য অনুষ্ঠানই আমাদের গ্রামে হয়ে থাকে, মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল আরও অনেক কিছুই,বাড়ি পাশের দাদার ছেলের অন্নপ্রাসনে রাতে ষষ্ঠীমঙ্গল এর পালা বসলো, ইয়াং জেনারেশনের ছেলে তাই ষষ্ঠীমঙ্গল এর প্রতি ঝোঁক না থাকলেও ছোট থেকেই যাত্রা, নাটক এগুলো খুব ভালো লাগে, স্কুলে পড়া কালীনও ক্লাস ফাইভ থেকেই নাটক করেছি, ষষ্ঠীমঙ্গলটা প্রথম থেকে দেখতে দেখতে বেশ মজাই লাগছিল, সাথে সাথে তাদের মজার কর্ম কাণ্ডগুলোও বেশ দম ফাটা হাঁসির ছিল, মঙ্গল গানের পালার মাঝে মাঝে পালার রাণীমা কে বারে বারে সজ্জাগৃহের দিকে গিয়ে উগি মারতে লক্ষ করলাম,ব্যাপারখানা বোঝার জন্যে রাণী সজ্জাগৃহ থেকে বার হতেই নিজেই উগী মেরে বোঝার চেষ্টা করি দেখি বাচ্চা একটি মেয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে, অগ্রহায়ণ মাসের শীত প্যান্ডেলের বাইরে হাড় হিম করা ঠান্ডা, বাইরের হিমেল হাওয়া প্যান্ডেলের পেপার ভেদ করে ভিতরে ঢুকছে আর তাতে বাচ্চাটা গ্রীন রুমের মাটিতে ঘুমিয়ে! দেখে কেমন জানি মনটা ভারী খারাপ লাগলো, ফিরে চেয়ারে বসে আবার পালা গান দেখতে লাগলাম, তারপর চেয়ারে ঘুমে ঢুলতে

ঢুলতে কখন যে ভোর হয়ে গেলো বুঝতে পারলাম না, সকাল বেলা অনুষ্ঠান শেষে, রাণীমা মানে ওই দিদিটার সাথে আলাপ করি, কথায় কথায় জানতে পারি তার উনিশ বছর বয়েসে ই বিয়ে হয়ে যায়, তারপর মাস খানেক পর যখন জানতে পারে তার স্বামী সম্পূর্ণ মাদকাসক্ত একটা মানুষ তখন থেকেই স্বামী আর ঘরে বয়স্ক শশুর - শাশুড়ি কে দেখভাল করার দায়িত্বটা তার ওপরই পুরোপুরি বর্তায়,প্রথমে কাগজের ঠোঙ্গা বানিয়ে গ্রামের দোকানে দোকানে দিয়ে সামান্য কিছু পয়সা আয় হলেও তা দিয়ে চারজনের ভাতের জোগাড় টুকুই হতো কিন্তু বছর খানেক পর একটা বাচ্চা হওয়াতে, সংসারের সমস্ত টানাপোড়েন ঠিকঠাক ভাবে মেটাতে তাকে এই মঙ্গল গানে অভিনয়ের পথটাকেই বেছে নিতে হয়, বর্তমানে ঠোঙ্গা বানানো আর মঙ্গল গান মিলে বেশ কিছু আয় হয়, তবে দিদির স্বামী নেশার টাকা জোগাড়ের জন্যে তাও হাত সাফাই করতে থাকে একটু একটু করে...

দিদির কোলের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে একটু আদর করে বললাম, দেখো দিদি তোমার মেয়ে একদিন অনেক বড় হবে, মানুষের মতো মানুষ হবে, তোমার এই কষ্টের মর্যাদা রাখবে।

দিদি ঠোঁটের কোণে আলতো হাঁসি হেসে বললো আশীর্বাদ করো ভাই তাই যেনো হয়, ঈশ্বরের কাছে আমিও তো নিশিদিন এটাই প্রার্থনা করি যে গো...কথাটা বলতে বলতেই দিদির দিকে লক্ষ্য করলাম দিদির চোখের কোণে এক ফোঁটা অশ্রু ধারা, সহসা শাড়ির আঁচলটা টেনে চোখটা মুছে, মুখে একরকম মলিন হাঁসি হেঁসে বলল, ঠিক আছে ভাই আজ আসি তাহলে, পরে আবার কখনো দেখা হবে, আমিও মুখে আলতো হাঁসি রেখে তাকে বিদায় জানালাম...

আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম এরকম কত মা-ই না আমাদের সারা পৃথিবী জুড়ে আছে, আসলে আমরা বর্তমানে মানুষ জাতিটা এতটাই সার্থপর হয়ে গেছি যে আমাদের এসব জিনিস আর চোখে পড়ে না, তাই বেশির ভাগ মানুষ জনের কাছেই এখন এই দুঃখ কষ্ট গুলো কাঁচ ঢাকা গাড়ির বাইরের দৃশ্য বলে মনে হয়।

বুড়ি

সৌভিক ঘোষ

M.SC Physics, PG: 1st Semester

প্রায় এক বছর আগের ঘটনা প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টির একটি রাতে জন্ম গ্রহণ করল একটি ফুটফুটে বাচ্চা এবং দুটি দাদার ছোট বোন; প্রথম দৃষ্টিতেই সে আমার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিল। হোস্টেল থেকে ফেরার পর যখন নিঃসঙ্গ অনুভব করতাম তখন সেই ছিল আমার খেলার সঙ্গী, মায়ের দুধ খাওয়ার পর সেই ছোট্ট বাচ্চাটির চলে আসত আমার পড়ার ঘরে এবং এক কোনায় আরাম করে ঘুমাতো, ওকে দেখে আমার একটা আলাদাই আনন্দ হতো আর যখনই আমি রুম থেকে বেরাতাম পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে ও আমার পেছনে পেছনে ছুটে আসত। আমি ওর এতটাই কাছের হয়েছিলাম যে মায়ের কাছের থেকে বেশি আমার কাছে থাকাটা ও পছন্দ করতো। আমি যেই না ওর নাম ধরে একবার ডেকেছি মিঠাই... অমনি সে দে ছুট মায়ের কাছ থেকে সোজা আমার পায়ের কাছে। তারপরও যখন আস্তে আস্তে খেতে শিখলো তখন আমাদের রান্নার খাওয়ার পালং শাক গুলো ওকে খাওয়াতাম, সেই ছোট ছোট দাঁত দিয়ে সে যখন ওগুলো খেত তখন আমার একটা আলাদা ধরনের আনন্দ লাগত। খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ পর ও যখন ওর মায়ের মত খাবারটাকে চিবাতো যেটাতে আমরা গোদা বাংলায় বলি জাবর কাটা দেখলে তো আমি হাসিতে গড়িয়ে যেতাম।

এখন সে অনেকটা বড় হয়েছে এবং ও এখন মা হতে চলেছে এটা অনেকটা আনন্দের আমার কাছে । বুড়ি ও আরেকবার মা হতে চলেছে। শেষমেষ দিন টা এসেই গেল। শিবরাত্রির পবিত্র দিন সকাল সাতটা মিঠাই জন্ম দেবে একটি ফুটফুটে বাচ্চার এতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না । যে মিঠাই কে আমি কোনদিন

যন্ত্রণা পেতে দেখিনি সে মিঠাই আজ প্রসব যন্ত্রণা তে কাতর... হয়তো এই যন্ত্রণা আমি কখনো অনুভব করতে পারব না কিন্তু মনটা গভীর দুঃখে ভরে উঠলো। তারপর যখন; জন্ম নিল তখন দুঃখের ভার অনেকটা কমে এলো। সেই সদ্য ফুটফুটে মিঠাই এর মত একটি নিষ্পাপ শিশু। ওইদিনই দু-তিন ঘণ্টা পর বুড়ির ও দুটি বাচ্চা হল যাদের নাম (পদ্মা ও কুমার) তখন তো আর আনন্দে আমার আলাদাই অবস্থা। তিন-তিনটে নিষ্পাপ শিশু। যাদের সঙ্গে আবার আমি খেলতে পারব, নাম ধরে ডাকলে ছুটে আসবে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীরা তাদের মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয় তাই মিঠাই ও তার বাচ্চার ক্ষেত্রেও এটা লাগু হয়। কিন্তু দেখা গেল মিঠাই এর দুধের পরিমাণ খুবই কম যা তার বাচ্চার পেট ভরানোই যথেষ্ট না এছাড়া মিঠায়ের প্রথম বাচ্চা হওয়ার কারণে সে তাকে দুধ পান করতেও দিচ্ছে না। খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম কি হবে এবার? সদ্য জন্মানো বাচ্চা মায়ের দুধ ছাড়া তো চলবে না।

*তখনই চোখের সামনে ঘটলো সেই ঘটনা গৌরীর দিদিমা (বুড়ি) তাকে কাছে টেনে নিলেন এবং দুধ পান করাতে লাগলেন দেখেই এমন মনে হল যেন তার নিজের বাচ্চা থেকে তার নাতনির যত্নই বেশি। এমন করে ওরা তিনজন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এবং গৌরী এখন তার দিদিমা এর দুধ খেয়েই বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে। এতদিনে একটা খুব বড় ভুল আমার মনের মধ্যে থেকে কেটে গেল। ভাবতাম মানুষের মধ্যেই আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং এই সব সম্পর্কের জাল বিস্তৃত থাকে কিন্তু না...। আজ যা দেখলাম তাতে মনে হলো যেন মাতৃত্বের সম্পর্কের ওপর আর কোনো সম্পর্কই বড় নয়। হয়তো কেনা দুধ বা অন্য দুধ ওকে খাওয়ানো যেত কিন্তু; মা মা-ই হয়। তার নিজের মেয়ের বাচ্চাকেও সে নিজের বাচ্চার মত বা নিজের বাচ্চার থেকেও বেশি যত্ন সহকারে মমতা দিয়ে বড় করছে। চোখের জল আর ধরে রাখতে পারলাম না। বাবা-মায়ের চোখ এড়িয়ে কয়েক ফোঁটা মাটিতে এসে পড়লো।

সমাজ

রমেশ রঞ্জন দোলাই

ZOOLOGY

সময় অনবরত প্রবাহমান। সময়ের সাথে বদল ঘটে যুগের। আর যুগের প্রবাহমানতায় আজ আমরা একবিংশ শতাব্দিতে চলমান। এই সেই একবিংশ শতাব্দি যেটাকে নাকি বর্তমান জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ আধুনিক সমাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

--কিন্তু আদেও কি আমরা বর্তমান সমাজকে আধুনিক বলে গ্রহণ করতে পারি? - এই এক কঠিন প্রশ্ন আজ রইল; আধুনিক সমাজ; নামক এই সমাজের কাছে।

আমার মতে এ সমাজ আধুনিক নয়। এখনও অনেক পরিবর্তন বাকি রয়েছে এই সমাজে। অনেক পরিবর্তনের মধ্যে সবথেকে যে খুব ছোট কিন্তু কঠিন পরিবর্তনের কথা আজ আমি বিশ্লেষণ করতে চাই, এই আধুনিক রূপি স্বার্থপর সমাজের কাছে, যে পরিবর্তন আজও এক সূক্ষ কিনারায় স্থির হয়ে আছে।

-কিসের আধুনিক সমাজ!

যে সমাজে শিক্ষা, ইচ্ছা (সৎ), অধিকার এর সাম্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেই সমাজকে আমরা আধুনিক বলতে পারি না। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে যখন জন্মগ্রহন করে তখন একটি পরিবার খুব আনন্দে থাকে । বাচ্চাটিও হয়তো নানা আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে খুব আনন্দেই থাকে। কিন্তু সেটা কিছু বছর। আসল সমস্যা তৈরি হয় তখন, যখন বাচ্চাটি আর বাচ্চা থাকে না। বাচ্চাটির মানসিক, সামাজিক এবং শারিরীক পরিবৃদ্ধি ঘটে। সেই ছোটোবেলার মতো খেলনার জন্য আর বায়না করে না। বকুনি দিলে যে বাচ্চা কিছু সময় পর সেই দুষ্টুমি শুরু করে দিতে, সেই বাচ্চাকে এখন বকুনি দিলে সে আর দুষ্টুমি করা তো দূরের কথা এতটাই নিশ্চুপ হয়ে যায় যে সবাই ভাবে খুব পরিবর্তন হয়ে গেছে । কিন্তু তার মনের

ভিতর টা একবার উঁকি দিয়ে দেখুন বুঝবেন কষ্টে বুক টা ভেঙে যাচ্ছে। প্রধান সমস্যার ভুক্তভোগি বর্তমান ওই তথাকথিত আধুনিক সমাজের মেয়েটি। যাকে বাধ্য করা হয় একপ্রকার জোর করে জন্মের পর থেকে বাবা মায়ের দাসী এবং কিছু বছর পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই আধুনিক সমাজের স্বামীর দাসী এবং কিছু ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সন্তানের দাসীতে পরিণত করা হয়।

একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে জন্মের পর থেকে কিছুটা বছর পর্যন্ত তাদের বাবা-মা সবকিছুতে তাদেরকে নিয়ন্ত্রন করে। কিছু বছর পর প্রত্যেকেই বুঝতে শেখে। তাদের মধ্যে তৈরি হয় একটা ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। কিন্তু সেই স্বপ্নকে, ইচ্ছাকে স্বজ্ঞানে হত্যা করে এই আখ্যায়িত আধুনিক সমাজ, বিশেষ করে সেই মেয়েটির।

--কিসের আধুনিক সমাজ, যে সমাজে মেয়েটি শান্তিতে থাকতে পারে না। প্রত্যেকটি বাবা মা একটি মেয়ের বোধগম্য না হওয়া পর্যন্ত নিয়ন্ত্রন করাটা আমিও উচিত মনে করি। কিন্তু মেয়েটি যখন বুঝতে শেখে তার মধ্যেও তৈরি হয় স্বপ্ন তখন তাকে বাধা দেওয়াটা ঘোর অন্যায় বলে আমার মনে হয়।

একটি মেয়ে তো ছোট থেকেই বাবা-মার কর্তব্যরত। কিন্তু তারও অধিকার আছে একটি ছেলের মতো স্বাধীন জীবন উপভোগ করার। কিন্তু আধুনিক সমাজ তো সেটা চাই না। যখনই মেয়েটি স্বপ্ন দেখে তার স্বপ্নকে হত্যা করা শুরু হয়। শুরু হয় তাকে তিলে তিলে ভেতর থেকে শেষ করে দেওয়া।

**কেন আমি এই সমাজ কে আধুনিক বলবো!!

আমি এই কাপুরুষ সমাজ কে আধুনিক বলে মানি না। কারণ, যে মেয়েটি স্বপ্ন দেখেছিল তার স্বপ্নটিকে হত্যা করা হয়। প্রথম ধাপে তার অপরিণত মানসিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ের ভয় দেখানো হয়।

তারপর শুরু হয় আসল কষ্ট। মেয়েটির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার ওপর এরকম একটা বোঝা চাপানো কথা বলে তার সমস্ত সুখ, শান্তি হত্যা করা হল। তারপর কিছু সময় বাদে সেই দাসী সমাজ সৃষ্টিকরণ।

--আধুনিক সমাজের কাছে আজ আমার একটি গভীর প্রশ্ন রইল।

* আচ্ছা আপনারা বলছেন মেয়ের বয়স ১৮ হয়েছে, ২০ হয়েছে এবারে বিয়ে দিয়ে দাও, যেখানে তার কোন ইচ্ছাই নেই বিয়ে করার। আপনারা কি পারবেন আপনার ছেলেটিকে ১৮ বা ২০ বছর বয়সে নিয়ে দিয়ে দিতে? জানি পারবেন না, কারণ আমি নিজে তার উদাহরণ। আমি একজন ছেলে যাকে সবাই চায় আরও পড়ুক যতদিন না তার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। কিন্তু একটি মেয়ের জন্য কেন এর বিরূপ হবে? একটি মেয়েরও স্বপ্ন আছে। সেও তো মানুষ। কিন্তু তাকে কেনো জোর করে স্বপ্ন দেখতে বাধা দেওয়া হবে, হত্যা করা হবে তার ইচ্ছে গুলো।

এই আধুনিক সমাজে একদল ছদ্মবেশি অমানুষ এরও উদাহরণ আমি দেবো। তারা হল ওই যে; ঘটক; নামে যারা অভিহিত। ওরা একপ্রকার অসভ্য চরিত্রের অধিকারি। কিছুজন ভালোও আছে ঘটে। একপ্রকার নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য একটি মেয়ের পরিবারের ব্রেইন ওয়াশ করে মাথা খেয়ে ফেলে। নিজের মেয়েটি পড়েনি বলে তার বিয়ে দিয়ে যে মেয়েটি একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ এর স্বপ্ন দেখে তার হত্যা করার একটি ধাপ এরাই তৈরি করে।

**এই সমাজের কাছে আমার একটাই অনুরোধ আপনার ছেলেটির জন্য আপনি যেমন ভাবছেন মেয়েটির জন্যও ভাবুন। ওদেরও স্বপ্ন, ইচ্ছা বলে একটা জিনিস আছে। সেটাকে হত্যা করবেন না। আমার হাত জড়ো করে অনুরোধ রইল এই সমাজের কাছে।। অনেকে বলবে অনটন এর জন্য বিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু যেখানে অনটন এর কোনো কথাই ওঠে না সেখানে কি বলবে, আর যখন জানোই যে অনটন হবে তা হলে জন্মের পর ওই মেয়েটিকে কেন শিক্ষিত করবে? দরকার নেই। কারণ শিক্ষাই তো স্বপ্ন দেখায়, আর এই সমাজ তো সেই স্বপ্ন বারংবার হত্যাই করবে।।

জার্নি

আকাশ মণ্ডল

BBA in Hospital Management

দিনটা ছিল ২১শে আগস্ট ২০২২, জীবনে প্রথমবার সাইকেল নিয়ে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করার লক্ষে ঘুরতে বেরিয়েছি। ২০ই আগষ্ট সকালে খাওয়া দাওয়া করে বসেছি হঠাৎ জামাইবাবুর ফোন। ভালোমন্দ কথা বলতে বলতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, "তুইতো অনেকদিন ধরে আমাদের সাথে সাইকেল নিয়ে ঘুরতে যাবি বলছিস তাহলে কাল আমরা খড়্গপুর থেকে সামান্য দূরে ভেটিয়া ফলস নামক একটি জায়গা আছে ওখানে যাচ্ছি । মেদিনীপুর থেকে অনেকে আছে, খড়্গপুর থেকেও অনেকে যাচ্ছে । সবাই চৌরঙ্গীতে মিট করবো, তুইও আমাদের সাথে চল তাহলে চৌরঙ্গীতে দেখা হয়ে যাবে" । "আমারতো বেশ ইচ্ছে আছে কিন্তু আমি বালিচক থেকে একা যাবো এখান থেকে যদি কেউ না যায় আমারকি আর একা একা যেতে ইচ্ছা করবে?" আমি বললাম। ঠিক সেই মুহূর্তে জামাইবাবু বলে উঠল, "তোর বাড়ির কাছ থেকেও ২-৩জন আসবে, আমি তাদের নম্বরটা দিয়ে দিচ্ছি তুই ওদের সাথে যোগাযোগ করে নে"। আমি যথারীতি যোগাযোগ করলাম এবং দেখাও করতে গেলাম। কিন্তু আমার তো বেশ ভালই ভয় করছে আমি যদি পুরো রাস্তা চালাতে না পারি হাপিয়ে যাই। এইসব ভয় নিয়ে ভাবতে ভাবতেই ৪ জন পরের দিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। আসতে
আসতে খড়্গপুরের চৌরঙ্গির দিকে এগিয়ে চললাম।

সেখানে গিয়ে কিছুক্ষন অপেক্ষা করার পর একে একে খড়্গপুর ও মেদিনীপুর থেকে অনেকেই এসে উপস্থিত হলো। সব মিলিয়ে ওইদিন আমাদের গ্রুপমেম্বার গিয়ে দাঁড়ালো ১০জনে। তারপর সবাই ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটলো বিপত্তি। আমাদের গ্রুপের সৌভিক নামের একটি ছেলের সাইকেলের পেছনের চাকা হঠাৎ করে গেল ফেটে। সাথে সাথে আশেপাশে সাইকেলের দোকান খুঁজলেও এত সকালে কোনো দোকান খোলেনি।
আমার জামাইবাবু বলল, "আমার বাড়িতে একটা এক্সট্রা সাইকেল আছে ওটা আমি দিয়ে দেবো কিন্তু এত দূর যাবে কিভাবে? কারণ আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে বাড়ি প্রায় ২কিমি দূরে"। কোনো উপায় না পেয়ে আমাদের একজনের সাইকেলের পিছনে ক্যারিয়ার থাকায় তাতে বসে সেখান অবধি যাই এবং পরবর্তী রাস্তা আমরা সেই সাইকেল নিয়েই অতিক্রম করি। অনেক প্রতীক্ষার পর আমরা সেই জায়গাতে পৌঁছলাম, বেশ আনন্দ উপভোগ করলাম। খুবই ভালো লাগছিলো সবথেকে বেশি যেটা আনন্দ লাগছিলো আমি সাইকেল নিয়ে এতদূর এসেছি। তারপর বেশ খানিকটা সময় ওখানে কাটানোর পর আমরা বেরিয়ে এসেছি তখন সূয্যিমামা নিজের রূপের আগুনে, আমাদের অবস্থা খারাপ করা শুরু করে দিয়েছে, সবার খুব একটা সমস্যা না হলেও আমার ও সৌভিকের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। যেহেতু এটা আমাদের জীবনের প্রথম এত্ত বড়ো জার্নি। সেই অবস্থায় আমরা খড়্গপুর অবধি আসলাম। তারপর ওই সাইকেলটি দিদিবাড়িতে রেখে খারাপ হয়ে যাওয়া সাইকেলটি সারানোর জন্য ওখানে একটি দোকানে সবাই সারাতে দিল। যেহেতু সাইকেলটি সারাতে বেশ কিছুক্ষন সময় লাগবে আমার তখন ইচ্ছা হলো একটু দিদি ও ভাগ্নেদের সাথে দেখা করে আসি। সেই দেখা করতে গিয়ে আমি তাদের বাড়ির মেঝেতে এমন ভাবে শুয়ে আছি দিদি তখনই দেখে কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল আমার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, তাও সেই মুহূর্তে আমাকে কেউ আর কিছু বলেনি। কিছুক্ষন পর সবাই ডাকতে আমি দিদিবাড়ি থেকে বেরিয়ে তাদের সাথে বাকি রাস্তা অতিক্রম করার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।
এরপর শুরু হলো আসল স্ট্রাগেল একদিকে এত রোদে গরম লাগছে হাঁপিয়ে যাচ্ছি আর একদিকে সাইকেলের সিটের উপরে শরীরের যে অংশটি রয়েছে সেখানে ব্যাথা শুরু হয়েছে। আস্তে আস্তে আমরা খড়গপুর গ্রুপ ও মেদিনীপুর গ্রুপকে চৌরঙ্গীতে ছেড়ে বালিচকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। যত রাস্তা এগোচ্ছি ব্যাথা তত আরো বেড়ে যাচ্ছে। এর মাঝে

আমরা NH 6 এর উপর ছায়া দেখে একটি জায়গাতে দাঁড়ালাম । ওখানে বসে কিছুক্ষন বিশ্রাম করলাম। আমরা যখন আবার বেরোনোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন সৌভিক বলে বসল, "আমি আর পারছি না, আমি আর যেতে পারবো না"। অনেক বোঝানোর পর, ও আবার বাকি রাস্তা সাইকেলে চেপে যাওয়ার জন্য রাজি হলো। আবার আমরা বেশ কিছুটা গিয়ে মাদপুর ঘাটে একটু রেস্ট নিতে দাড়াই। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি আর কোথাও বসার মত অবস্থাতেই নেই আমি ওই গরমে একটি ছায়াতে উল্টো হয়ে শুয়ে পড়েছি আমার আর তখন কোনোভাবেই যাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। এদিকে আমার এরূপ অবস্থা দেখে সৌভিকের ও মনোবল ভেঙে পড়েছে। ও আর আমি তখন ঠিক করেছি ওখান থেকে ট্রেনে করে বাকি রাস্তা ফিরে যাবো। গুগল ম্যাপে স্টেশন ওখান থেকে ২কিমি দেখাচ্ছে। তখন আমাদের বালিচক গ্রুপের লিডার প্রবীর কাকু বলেন, "তোরা তাহলে ট্রেনে না গিয়ে বাসে করে চলে যা সাইকেলটা ছাদে তুলে দিবি"।
আমরা তাইই ঠিক করলাম বাসেই যাবো। তারপর বাস যতক্ষণে এসেছে তখন আমরা দুজনে আমাদের মত পাল্টে ঠিক করলাম - তখন দুপুর ২টো বাজে আমরা যদি বার বার রেস্ট দিয়ে যাই তাহলেও আমরা সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বাড়ি ঢুকে যেতে পারবো। এই বলে আমরা আবার এগিয়ে চলছি তখন আমাদের সবার খুব খিদে পাচ্ছে। আমার মনে পড়লো বসন্তপুরে আমার পাড়ার বাবুদার হোটেল আছে ঠিক করলাম ওখানেই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করবো। যথারীতি ওখানে আমরা দুপুর ৩:৩০ নাগাদ পৌঁছলাম ওখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে সবাই একটু রেস্ট নিতে নিতে আমি আর সৌভিক ওখানেই ঘুমিয়ে যাই।
বেশ কিছুটা সময় ঘুমিয়ে ৪:৪৫ নাগাদ আবার বাকি রাস্তা যাওয়ার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। আস্তে আস্তে করে তখন আমরা বাকি রাস্তা আসছি। বাড়ির যত কাছে আসছি মনে হচ্ছে বাড়ি আরো তত দূরে চলে যাচ্ছে এভাবে আমরা আস্তে আস্তে আমাদের বাকি পথ অতিক্রম করে বাড়ি পৌঁছোই। সময় তখন প্রায় ৭টা ছুঁই ছুঁই। আর ঠিক তখনই আমি জানতে পারি আমি আজ ৮৩কিমি পথ অতিক্রম করেছি, সাইকেল চালিয়েছি। এটা দেখে সেইসময় আমার সব ক্লান্তি কোথাও উড়ে চলেগেলো । এভাবে আমি আমার জীবনের প্রথম বড় সাইকেল জার্নি শেষ করি।

স্বপ্ন

প্রকাশ সেনগুপ্ত

Depertment of Agriculture (Genetics and Plant Breeding), PG 3rd semester

একটা ছেলে ছিল ছোট থেকে খুব মেধাবী, মা ছোট বেলায় তাকে নিয়ে ভর্তি করে ছবি আঁকার ক্লাসে, বাড়িতে আনেন গানের teacher। ছোটথেকে প্রতি ক্লাসে খুব ভালো result করায় বাবার ইচ্ছা ছেলে আমার বড়ো হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে খুব নাম করবে, মুখ উজ্জল করবে আমাদের। মা বলতো ছেলে আমার দেশের বড়ো ডাক্তার হবে সমাজে নাম করবে, মাঠে উঁচু করে বাঁচবে। ছোটথেকে ছেলেটার গানের উপর খুব ভালোবাসা, তা দেখে মা কিনেদিল একটা গিটার, সারা দিন সে সেটা নিয়ে গান করে বেড়ায়। ছেলের গানের গোলাও ভালো, ভালোবাসে সবাই তার গান শুনতে, প্রশংসাও করে। তখন থেকেই ছেলেটার মনে বড়ো গায়ক হওয়ার স্বপ্ন বাঁধা বাঁধতে থাকে।

ধীরে ধীরে যত বড় হতে থাকে বাড়তে থাকে পড়ার চাপ, ছেড়ে যেতে থাকে একে একে ছবির ক্লাস, গানের ক্লাস। কিন্তু স্বপ্ন টা যেন কোথাও বাড়তে থেকে তার মধ্যে, গিটার হাতে গোটা দেশেরসামনে গান করবো, বড়ো গায়ক হয়ে মা বাবার নাম উজ্জ্বল করবো। কিন্তু বাবার স্বপ্নের সামনে তার স্বপ্নের সাহস টা যেন কোথাও ফিকে হয়ে গেল। ছোট থেকে মেধাবী ছেলে টা ভর্তি হলো ইঞ্জিনিয়ার হতে। মনে মনে কেঁদেছিল খুব, কেউ কি বুঝবে না তার কথা, তার স্বপ্নের কথা? ছেলে টা

বাবার কোথায় ইঞ্জিনিয়ার তো হয়ে গেল কিন্তু বড়ো মানুষ হতে পারলো না। মন টা রয়ে গেল তার মা এর দেয়া ওই গিটার এর দিকেই।

যদি সাহস করে সেদিন একবার বলতাম, যদি একবার নিজের পথে চলবার সাহস দেখতে পারতাম তাহলে আজ হয়তো নিজের স্বপ্নের পথে হাঁটতে পারতাম। মা বাবা উদ্দেশ্য কখনো ভুল হয় না, হয়তো কখনো কখনো ভুল হয় পথ টা। এতবছর পর ও ছেলেটা সেই গিটারের দিকে তাকিয়ে নিজের হারানো স্বপ্নের কথা ভেবে কাঁদে।

ভুলে যাওয়া ছায়া

অর্নব কিস্কু

BOTANY (UG 1st)

গোয়েন্দা জেমস জোডন অমীমাংসিত অন্তর্ধানের একটি সিরিজের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করার সাথে সাথে নিজেকে ভয়ঙ্কর রহস্যের জালে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। উইলো শহরের ছায়ার মধ্যে ফিসফিস করে গোপন গোপন আশ্রয়, এবং কুয়াশা ভারাক্রান্ত রাস্তা, একটি নরক শক্তির আবরণ বলে মনে হয় অপরাধের দৃশ্যগুলিতে রেখে যাওয়া রহস্যময় বার্তাগুলির দ্বারা আতঙ্কিত উইলোয় একটি ভুলে যাওয়া প্রাসাদে গোলকধাঁধার চালনা করেছিলেন, যা একটি প্রাচীন অভিশাপে চাবিকাঠির রুপ ধারণ করেছিল। একটি বর্ণালী উপস্থিতির ফিসফিস এবং ভুতুড়ে চেহারার আভাস সত্যকে উন্মোচন করার জন্য তার সংকল্পকে উদ্দীপিত করেছিল।

গোয়েন্দা যখন প্রতারণার স্তরগুলিকে খোঁচা দিয়েছিলেন, তখন তিনি একটি অশুভ ধর্মের উন্মোচন করছিলেন, যেটি অন্য জাগতিক শক্তিগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য অন্ধকার আচার অনুশীলন করেছিল। তদন্তের গভীরতর প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে এমন একটি উদ্ঘাটনের কাছাকাছি নিয়ে যায় যা তার বাস্তবতার বোঝাকে ভেঙে দিতে পারে। সময় চলে যাওয়ার সাথে সাথে, উইলোয় একটি পছন্দের মুখোমুখি হয়েছিল: ঘেরা অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ করা বা ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকা অশুভ শক্তির মুখোমুখি হওয়া। রাত যত বাড়তে থাকে জীবিত এবং মৃতের মধ্যে সীমানা ঝাপসা হয়ে যায় এবং গোয়েন্দা নিজেকে একটি অতিপ্রাকৃত প্রতিপক্ষের সাথে একটি ইঁদুর এবং বিড়ালের খেলার ফাঁদে ফেলেছিল। ভুলে যাওয়া ছায়া; -এ গোয়েন্দা জোডনকে অবশ্যই শহরের অন্ধকার অতীতের রহস্য উন্মোচন করতে হবে এবং সেই নৃশংস শক্তির মুখোমুখি হতে হবে যা তার পথের সমস্ত কিছু গ্রাস করার হুমকি দেয়।

প্রশ্ন থেকে যায়: শহরের ভূতুড়ে ইতিহাসের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার আগে তিনি কি রহস্যের সমাধান করতে পারবেন?

পরকীয়া

অনুশ্রী পাত্র

সকাল সাড়ে নটা। খাবার তৈরি করছে নীলিমা। রেডি হয়ে ফরমাল ড্রেস পরে খাবার টেবিলে রনিত, ভাত, পাঁচ রকম তরিতরকারি, দই টেবিলে সাজানো। নীলিমা টিফিন রেডি করে গুবলুর ব্যাগে ঢোকাচ্ছে, ওদিক থেকে রনিত, "ধুর শালা! তরকারিতে নুন নেই, স্বাদ নেই ডালে, বাড়িতে বসে বসে করো টা কি সারাদিন, কাজ তো ওই রান্নাটুকু সেটাও ঠিক করে হয় না, যেমন দিনকেদিন আলুর বস্তা হচ্ছে তেমন তার কাজবাজ, রাখো তোমার খাবার!" এই বলে থালায় হাত ধুয়ে উঠে গেল রনিত। "কই বাবা! মাছের ঝাল টা তো বেশ সুন্দর হয়েছে," বলে বসে গুবলু। " নিজের পড়াশোনায় মন দাও গুবলু, রেজাল্টের যা বাহার হচ্ছে দিন দিন, বাবা মা এর মাঝে ঢোকো না" বিরক্ত হয়ে রনিত। এত কিছু শুনেও চুপ করে আছে

নীলিমা , টেবিল পরিস্কার করছে। নির্লজ্জের মত টিফিন চাই কি না তাও জিজ্ঞেস করে ফেলে রনিতকে। "নিজে গেল তোর টিফিন" এই বলে ব্যাগ নিয়ে অফিসের জন্য বেরিয়ে যায় রনিত। এত খাবার তৈরির তাগিদে ভোর পাঁচটায় উঠে যায় নীলিমা। ঘুম ঘুম চোখে গুবলুর টাই বাঁধছে সে, কাঁধে দিয়ে দিচ্ছে ব্যাগ। "বাবা তোমায় এত কিছু বলে সবসময় , কিছু বল না কেন মা ! আমার রাগ হয় খুব বাবার উপর, আমি দেখেছি তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদো।" মা কে জড়িয়ে ধরে বলে গুবলু। "ও কিছু নয় বাবু, বাবা এর এত কাজের চাপ যে, তাই বলে" কত সহজ উত্তর নীলিমার। ছেলেকে ইস্কুল পাঠিয়ে একটু কড়া করে চা বানিয়ে খাচ্ছে সে। মাথাটা খুব ধরেছে। ইতিমধ্যে একটা ভিডিও কল। ওপারে নীলিমার প্রিয় বান্ধবী নূপুর। "রনিত দা অফিস গেছে রে!" সন্তর্পনে তার প্রশ্ন । "হ্যাঁ এই বেরুলো, কেন বলনা, দরকার ছিল কোনো?" উত্তর নীলিমার। "না মানে তেমন কিছু না একটা কথা বলার ছিল, রনিতদা বাড়িতে থাকলে তোর হয়তো খারাপ লাগতো শুনতে তাই আর কি!" "অত প্যাঁচাস না, হয়েছে টা কি বল না" উৎসুক নীলিমা। "আমাদের সাথে কলেজে পড়তো সেই শ্রাবণী কে মনে আছে তোর? "হম আছে, অত সুন্দরী, লেখাপড়ায় ও ভালো ছিল, কলেজের প্রায় সব ছেলেদের crush সেই সময়, মনে থাকবে না! দীর্ঘশ্বাস নীলিমার। "হঠাৎ তার কথা, তোর রনিত দার সাথে তার চক্কর টক্কর চলছে নাকি! হা হা করে হেসে উঠলো সে । "ও তুই জানিস! হ্যাঁ, মানে কাল কলেজ মোড়ের রেস্তোরায় দুজনকে একসাথে দেখলাম আর কি" আমতা আমতা করে উত্তর নূপুরের। "না নিশ্চিতভাবে কিছুই জানতাম না তবে তোর কথা বার্তায় আন্দাজ করেছি, আর ও তো রণিতদের অফিসেই বড় একটা পদে আছে এখন বোধহয়", শান্ত স্বরে নীলিমা। "হুম, মনটা খারাপ করে দিলাম বল নিলি? আসলে বললাম এই কারণেই যে রনিতদা কে একটু বুঝিয়ে শুনিয়ে দেখ সবকিছু আবার আগের মত হয়ে যায় কি না।" "আগের মতো! কিছু ছিল আগে! হা হা করে আবার হেসে ওঠে নীলিমা, "দেখ সম্পর্কে কাউকে ধরে বেঁধে রাখা যায় না, আমাকে কোনো এককালে বলেছিল ভালোবাসি, আমি আবেগে ভেসে গেছিলাম, আর আমার দ্বারা চাকরি বাকরি তো হল না, সুতরাং কপালে লিখন ছিল গৃহিণী হওয়া, তাই হলাম, perfect housewife হওয়ার চেষ্টা কি আমি করিনি বল! দশ বছর ধরে চেষ্টা তো করেই যাচ্ছি, গুবলু এল, তাও আমি সফল হতে পারলাম না রে, আসলে দিনশেষে মনে হয়, সত্যি আমি কি! কি যোগ্যতা আমার! রান্না করা, ছেলে সামলানো, বাড়ির কাজ এসব করে তো মাস গেলে মোটা অঙ্কের টাকা কামানো যায় না, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়াও যায় না, উল্টোদিকে দেখ রং, রূপ হারিয়েছি, শরীর টার কি অবস্থা করে ফেলেছি, এমন একটা মানুষকে কদ্দিন আর ভালোবাসা যায় বল! যাক গে, ছেলে মানুষ, এক মেয়েতে আর কদ্দিন চলে? যা ইচ্ছে করুক। "এই এই! এইসব philosophy না তুই অন্য কারো কাছে ঝাড়িস, খোলাখুলি কথা বল, না মানলে legal step নে, বাড়ির অমতে গিয়ে প্রেম করে বিয়ে তোমাদের, সব এমনি এমনি নাকি! মা বাবা সব ছেড়ে কেবল রনিতদার ভরসায় পালিয়ে এলি সেদিন, কেউ না জানুক আমি তো সবটা জানি, তখন রনিত দার কত নেকামো, নীলিমা ছাড়া আমি বাঁচবো না, বিয়ের পর সব শেষ, শালা ছেলের জাত টাই এমন।" "ধুর! অমন করে কেন বলছিস, দেবাশীষ দা তো তোকে কত ভালোবাসে, কয়েকজনের জন্য সবাইকে দুষিস না", উত্তরে নীলিমা। "পারিস কি করে নিলী! এত কিছু সহ্য করেও চুপ করে থাকতে , এমন করতে থাকলে একদিন মাটিতে মিশে যেতে হবে "। " সে না হয় যেখানে মিশতে হয় মিশবো ক্ষণ , বাড়ির একগাদা কাজ পরে ভাই, রাখি এখন পরে কথা হচ্ছে"। দেওয়ালে টাঙানো রনিত নীলিমার বিয়ের ছবি , ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখছে সে, চোখ টা জলে ভরে উঠছে, মনে হচ্ছে কেউ যেন বুকে পাথর চাপা দিচ্ছে, উফফ এ যন্ত্রণা নিতে পারা যাচ্ছে না। বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে সমস্ত স্মৃতি মনে করে অঝোরে কাঁদলো নীলিমা। কি করবে সে, legal step, জেল, টাকা পয়সা খোরপোষ, ডিভোর্স , এত্ত সোজা কি এসব? গুবলুর পড়াশোনা, তার বাবা এর পরিচয় এসব তো আটকে দেবে তাকে, হোক আবারও একটু না হয় আত্মত্যাগ, কত মানুষ এই সমস্যা নিয়ে চলে, সে তো এই সমস্যা নিয়ে দুনিয়ায় একা নয়।

এভাবে রণিতের অবহেলা পেতে পেতেই কেটে যাচ্ছে দিন নীলিমার। কখনো তাকে শ্রাবণী এর ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেসও করেনি সে। একদিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ করে বাড়ি ফিরলো রনিত। প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন, রীতিমত ঘামছে।"কি গো কি হল , বসো

বসো, এনাও জল খাও" উদ্বিগ্ন নীলিমা। " সব শেষ হয়ে গেল নীলিমা, চাকরি টাও মনে হয় আর থাকলো না, টাকা পয়সা সব চলে গেল আমার" একরকম কাঁদতে কাঁদতেই বলে উঠলো রনিত। রনিত বরাবরই ভীষন পুরুষালি, বিয়ের আগে পরে মিলিয়ে প্রায় পনেরো বছরের সম্পর্ক তাদের, তাকে এমন বাচ্চার মতন করে কাঁদতে কখনো দেখেনি নীলিমা।কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ করে নীলিমা কে জড়িয়ে ধরলো রনিত , ঠিক একটা বাচ্চা যেমন প্রচণ্ড অস্থির হলে একটা আশ্রয় খোঁজে । নীলিমা হতভম্ব , আজ প্রায় পাঁচ বছর পর সেই মানুষটাকে অনুভব করতে পারছে সে যাকে সে কখনো ভালোবেসেছিল। রনিতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে খুব মৃদুস্বরে প্রশ্ন করে নীলিমা, "কি হল কি বলো আমাকে" "নীলিমা আমি তোমায় ধোকা দিয়েছি , আমি বড্ড পাপ করে ফেলেছি, কি করবো বলো, শ্রাবণী এমন ভাবে জড়িয়ে ফেললো আমায়, আবেগে ভাসিয়ে সব টাকা পয়সা তার নামে করে নিয়েছে , ভুয়ো মেসেজ, ফোন কল তৈরি করে অফিসে আমার নামে বদনাম রটিয়েছে , ওরা বরখাস্ত করে দিয়েছে আমাকে, পুলিশে দেওয়ার ও হুমকি দিয়েছে। সব শেষ , ওই সৌন্দর্যের মোহে পরে তোমার সাথে সুন্দর একটা জীবন শেষ করে দিলাম আমি", অঝোরে কেঁদে চলেছে রনিত। অনেকক্ষণ চারিদিকে স্তব্ধতা , কারো কোনো কথা নেই, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নীলিমা বলে উঠলো, " বেশ তো আমার বেশ খানিক গয়না গাটি তো রয়েছে, ওগুলো বিক্রি করে মোটামুটি একটা ভালো পরিমাণ টাকাই আসবে, লেখাপড়া ভালো জানো, ওটা দিয়ে আবার নতুন করে কিছু শুরু করো, শেষ কিছুই হয়নি, শান্ত হও"। এসব শুনে নীলিমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে রনিত, একদৃষ্টে দেখে চলেছে নীলিমার মুখের সেই মায়া, অনেক অনেক বছর আগে কখনো যে মায়ার প্রেমেই সে পড়েছিল, কই ! আর তার স্ত্রীকে আলুর বস্তা মনে হচ্ছে না, কালো লাগছে না, রান্নায় কেন স্বাদ নেই সে নিয়ে আর কোনো অভিযোগ ও নেই, আসলে আজ উল্টোদিকের মানুষটা কেবল আর তার স্ত্রী নেই, হয়ে উঠেছে একমাত্র অবলম্বন। নীলিমার পায়ের কাছে পড়ে গেল রনিত "আমাকে ক্ষমা করে দাও নীলিমা, অনেক বড় শাস্তি দাও আমাকে, হা ঈশ্বর এ কি ভুল করে ফেললাম আমি, নিজেকে নিজেই যে ক্ষমা করতে পারছিনা।" "শাস্তি! শাস্তি চাই, তবে এক কঠোর শাস্তিই দি তোমায়, আমায় কেবল তোমার একার হয়ে থাকতে দিও, আর কিছু চাই না।" রনিতের অবাক দৃষ্টি নীলিমার দিকে, নিস্তব্ধ চারিদিক। ওদিকে দরজায় দাঁড়িয়ে গুবলু হাসছে।

অদ্ভুত বিচার

লিজা দাস

বাংলা বিভাগ (স্নাতকোত্তর প্রথম পাঠপর্যায়)

সালটা ছিল ২০২০ সারা পৃথিবীর বুকে হানা দিয়েছে এক মারণ ভাইরাস। কেড়ে নিয়েছিল লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ। চারিদিকে কেমন যেন মৃত্যুর হাহাকার। হাজার হাজার মানুষ হারাচ্ছে তাদের প্রিয়জনকে। আমাদের এই সুজলা-সুফলা ধরিত্রীকে এতোটা অসহায় হতে আগে কেউ দেখেনি। দেশের বড় বড় কর্তারা তাদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করবে বলে পৃথিবীটাকে বানিয়ে ফেলেছে শ্মশান। এই দেড় বছরে অনেক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখেছি। দেখেছি একটা শিশুর থেকে তার বাবা-মাকে কেড়ে নিয়েছে মারণ ভাইরাস, আবার কখনো দেখেছি অ্যাম্বুলেন্সের ঘাটতি থাকায় একজন তার মৃত মাকে বাইকে করে নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে অন্তিম সৎকার করতে। কিন্তু তাতে কী? এরপরেও কী মানুষের চেতনার উদয় হয়েছে? এখনো দেশের নেতা-নেত্রীরা তাদের আসনের জন্যই লড়াই করে চলেছেন আর সাধারণ মানুষের অসহায়তাকে করেছেন শিখণ্ডী। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এখন একমাত্র পরিণতি অনলাইন ক্লাস, অনলাইন পরীক্ষা। অনলাইন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে হাজার লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা যায় তাহলে অনলাইন প্রক্রিয়ার দ্বারা ৫ বছরের জন্য সরকারও তো নির্ধারণ করা যায়। ৫ বছর পরে ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ থাকে জনগণের হাতে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ তা কী আবার নতুন করে গড়া যায়?

অন্বেষা রানা
ভূগোল বিভাগ, স্নাতক তৃতীয় পাঠ পর্যায়

মৌমিতা মণ্ডল
ইংরাজী বিভাগ, স্নাতকোত্তর প্রথম পাঠ পর্যায়

স্বর্নাভ চৌধুরী
ইংরেজী বিভাগ, স্নাতক তৃতীয় পাঠ পর্যায়

সঙ্গীৎ পাল
ইংরাজী বিভাগ, স্নাতক তৃতীয় পাঠ পর্যায়

সঙ্গীৎ পাল
ইংরাজী বিভাগ, স্নাতক তৃতীয় পাঠ পর্যায়

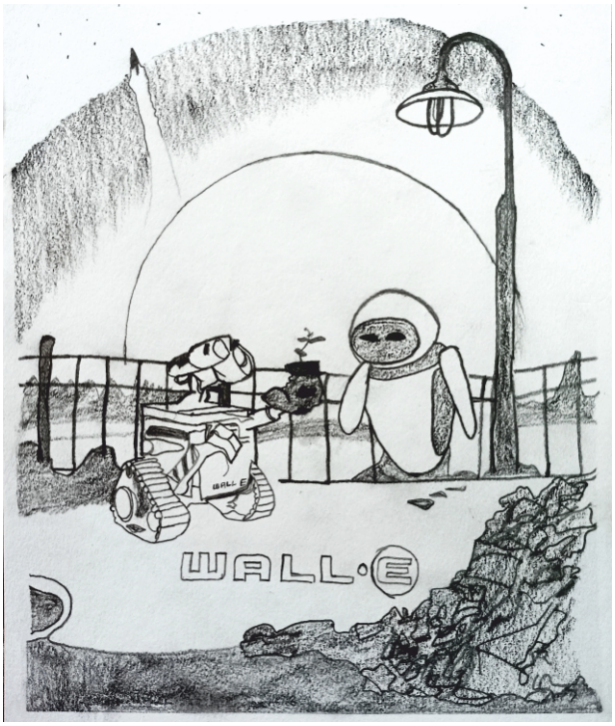

অর্নব কিস্কু
বোটানি বিভাগ, স্নাতক প্রথম পাঠ পর্যায়

দেবী মিশ্র
এম. এইচ. এ. বিভাগ, স্নাতকোত্তর প্রথম পাঠ পর্যায়

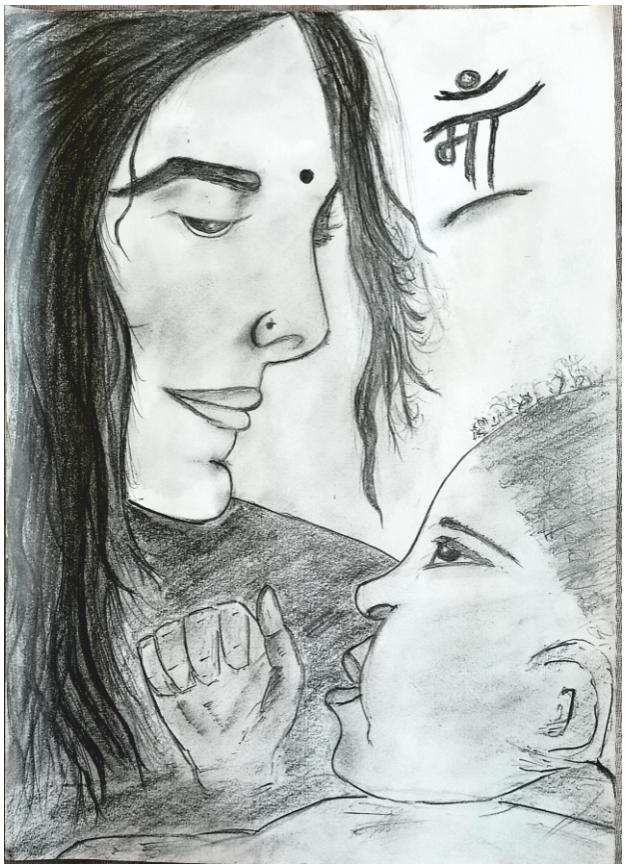

আকাশ দাস
এম. এইচ. এ. বিভাগ, স্নাতকোত্তর তৃতীয় পাঠ পর্যায়

সেঁজুতি ঘোষ
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, স্নাতক তৃতীয় পাঠ পর্যায়

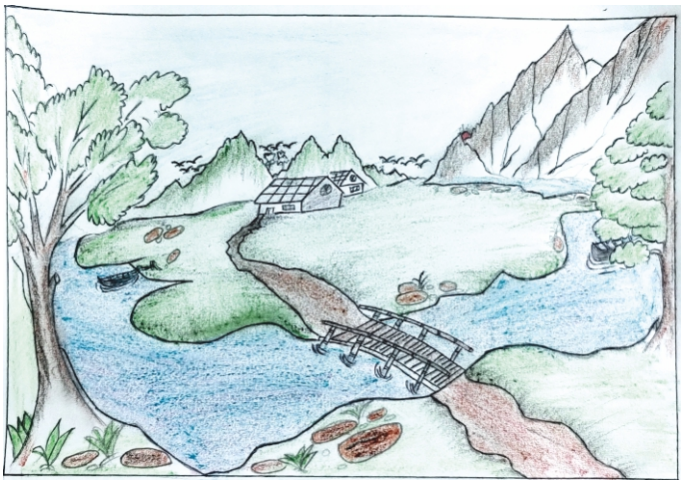

সঞ্জয় মুর্মু
বাংলা বিভাগ, স্নাতোকোত্তর প্রথম পাঠ পর্যায়

পল্লবী চৌধুরী
ইংরাজী বিভাগ, স্নাতকোত্তর প্রথম পাঠ পর্যায়

সঙ্গী রাণা
ইংরাজী বিভাগ, স্নাতক তৃতীয় পাঠ পর্যায়

পরিণীতা ভুঞ্যা
মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ, স্নাতক প্রথম পাঠ পর্যায়

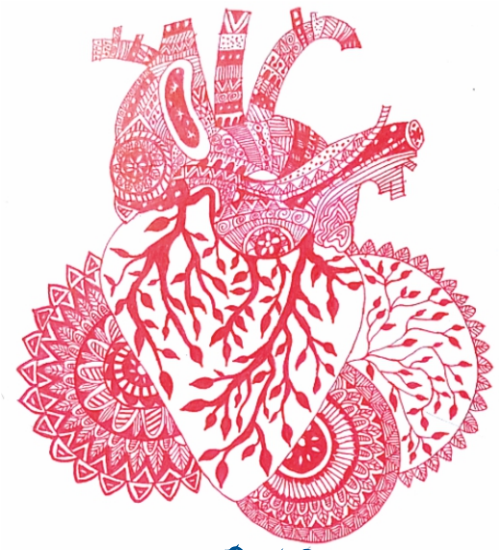

শুভশ্রী মাইতি
ইংরাজী বিভাগ, স্নাতকোত্তর প্রথম পাঠ পর্যায়

শুভশ্রী মাইতি
ইংরাজী বিভাগ, স্নাতকোত্তর প্রথম পাঠ পর্যায়

শুভজিৎ দাস
এডুকেশান বিভাগ, স্নাতক প্রথম পাঠ পর্যায়

সুমিত গিরি
এডুকেশান বিভাগ, স্নাতক প্রথম পাঠ পর্যায়

শিবশঙ্কর দাস
বাংলা বিভাগ, স্নাতোকোত্তর প্রথম বর্ষ

MIDNAPORE CITY COLLEGE

Recognized by UGC, DSIR, Govt. of India, Higher Education Department, Directorate of Medical Education, Govt. of West Bengal & Affiliated to Vidyasagar University, The West Bengal University of Health Sciences

10th RANKED in West Bengal
59th RANKED in India
Education World
EW NON-AUTONOMOUS COLLEGES
STATE RANKINGS 2023-24

4 Years B.A. Honours Courses

Bengali, Sanskrit, History, English, Education

4 Years B.Sc. Honours Courses

Botany, Zoology, Nutrition, Geography, Mathematics, Chemistry, Physics, *Geo-Informatics Computer Science, Fishery Science, Agriculture

4 Years UG Professional Courses

Bachelor of Computer Application (BCA)
BBA in Hospital Management (BHM)

M.A. Courses

Bengali, History, English, Education

M.Sc. Courses

Botany, Zoology, Nutrition & Dietetics, Food Science & Nutrition, Geography, Chemistry, Physics, *Geo-Informatics, Mathematics, *Master in Computer Application (MCA), Computer Science

Post Graduate Professional Courses

M.Sc. in Fishery Science,
M.Sc. in Agriculture (Agronomy)
M.Sc. in Agriculture (Genetics & Plant Breeding)
M.Sc. in Agriculture (Plant Pathology)

PG Allied Health Science Courses

Master in Hospital Administration (MHA)
*Master in Business Administration (MBA)

Paramedical Courses

Bachelor of Medical Laboratory Technology (BMLT)
B.Sc. in Medical Microbiology
M.Sc. in Medical Laboratory Technology (MMLT)
M.Sc. in Medical Laboratory Technology (Microbiology)
M.Sc. in Medical Laboratory Technology (Biochemistry)
M.Sc. in Medical Microbiology
M.Sc. in Applied Nutrition

University Grant Commission Govt. of India

Department of Scientific & Industrial Research, Govt. of India

Higher Education Department Govt. of West Bengal

Vidyasagar University Govt. of West Bengal

Directorate of Medical Education Govt. of West Bengal

The West Bengal University of Health Sciences, Govt. of West Bengal

* To be applied

Bhadutala, Midnapore, Paschim Medinipur, Pin- 721129, West Bengal, India
www.mcconline.org.in

+91 3222 291218 | +91 9547414192 | +91 8967598946 | +91 9932318368